মৃতমানুষেরা কথা বলে উঠলো অবশেষে

রাষ্ট্র/সরকারবিরোধী- গনমানুষের সংকলন

October 2019

মৃতমানুষেরা কথা বলে উঠলো অবশেষে - সম্পূর্ণ কপিলেফট অনলাইন সংস্করণ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৯
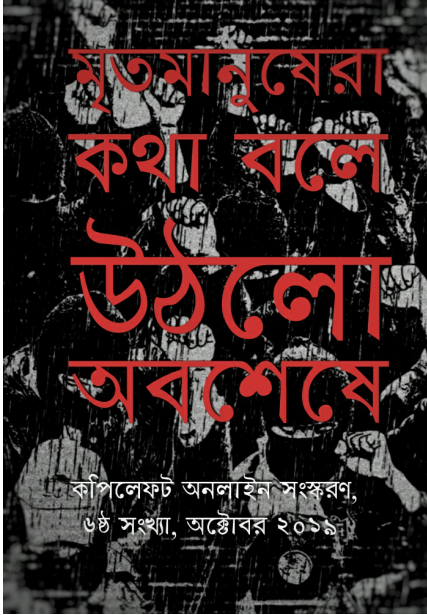
সকাল হলে
একটি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো
আজন্ম পরিচিত মানুষ ছেড়ে চলে যাবো
মৃত্যুদন্ডিত
মৃত্যুদন্ডিতের মতো,
অথচ নির্দিষ্ট কোন দুঃখ নেই
উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতি নেই
শুধু মনে পড়ে
চিলেকোঠায় একটা পায়রা রোজ দুপুরে
উড়ে এসে বসতো হাতে মাথায়
চুলে গুজে দিতো ঠোঁট
বুক-পকেটে আমার তার একটি পালক

যাদের লেখা আছে

ভূমিকা

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের শিক্ষকদের কতটা নৈতিক অবক্ষয় হলে তারা শিক্ষক থেকে শাসক হয়ে উঠতে পারেন অথবা কিভাবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা ব্যক্তিগত কথোপকথন এ-র স্ক্রিনশট শিক্ষক নামক উজবুক যোগ্যতাহীন একজন মানুষ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন - এ-ই প্রশ্নটি আপনি এড়িয়ে গেছেন? আপনি ভাবছেন শিক্ষকের অন্যায় নিয়ে আমি কেনো কথা বলবো আমি কী শিক্ষক? আমি তো ছাত্র। রাষ্ট্র কতটুকু স্বজনপোষণ করতে শুরু করেছে যে এসব আগাছা দিয়ে তৈরি করতে চাচ্ছেন পরবর্তী মেরুদন্ড। একের পর এক প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর শিক্ষকেরা একের পর দূর্নীতিতে চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়ে ধর্ষণ করছেন জাতির বিবেক অথচ আপনি চুপ করে শুনছেন, পড়ছেন এরপর.....স্বাস্থ্য-অধিদপ্তরের পিওনের ৫১১ কোটি টাকার সম্পদ, দূর্নীতিদমন কমিশনের রেড এলার্ট স্বত্তেও দেশ ছেড়ে পালাতে সক্ষম! পকেটে ইয়াবা ঢুকিয়ে বাবা-মা'কে ফোন করে ৩ লক্ষ টাকা দাবী পুলিশের। সামান্য চায়ের দোকানদার সরকারের সহযোগী সংগঠনের নেতা হবার ২ বছরেই শত কোটি টাকার মালিক, বাসে গণধর্ষণ, মশা মারা শিখতে সিটি করপোরেশনের ১১ জনের একটি দল ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া যাচ্ছেন, এরকম চমকে দেয়া একের পর দূর্নীতি অন্যায় দেখতে দেখতে আপনি ক্লান্ত হয়ত, কিন্তু কথা বলেন নি। প্রতিবাদ করেন নি। আপনি চুপ করে থেকে ভাগীদার হয়েছেন সেই অন্যায়ের।

আসলে কোন কবিতা - গল্প সংকলনের ভূমিকা এভাবে পৃথিবীর

ইতিহাসে লেখা হয়েছে কিনা আমি জানি না আমরা অন্তত পড়িনি কখনও কোথাও! একটা গোটা জাতি সব মেনে নিতে শিখেছে, তারা ভাবছে একদিন এক রাজার কুমার আসবে জীয়নকাঠি ছুয়ে দিয়ে ভাঙাবে ঘুম, তারপর তাদের মুক্ত করবেন এ অসহ্যকর অলসতায় পর্যুদস্ত দূর্নীতি থেকে। কিন্তু তারা কোন কথা বলবেন না, তারা কথা বলে কী হবে? তারচেয়ে তারা বরং হাওরে ঘুরতে যাক, রিপন ভিড্যুকে কবি বানিয়ে তামাশা দেখুক।

এসব অবস্থা দেখে আমরা গুটিকয় বোকা মানুষ কবিতা লিখতে বসতেই দেখলাম কবিতার খাতায় দৈত্য দানব, কবিতার বুকে ৫৭ ধারায় রাষ্ট্র মেলে ধরেছে তার গোপনাঙ্গ। আমাদের শেখানো হচ্ছে কবিতায় এত যোণী স্তন কেনো? আমাদের বলা হচ্ছে দেশে কী যুদ্ধ চলছে? আসলে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক পা চাটা সেইসব অনুবাদক কবি প্রকাশক হতে পারিনি, আমাদের এখানে তেল এত সস্তা নয়। আমরা আমাদের মেরুদন্ড বন্ধক দিয়ে কবিতাটা লিখতে আসিনি। তাই খুব দৃঢ়ভাবে রাষ্ট্রের এ-ই চরম অধঃপতনে, প্রাতিষ্ঠানিক সভাসদদের এইসব হুংকারের সময়ে মানুষকে মানুষের দায়িত্ব এবং নিজেদেরকে আয়নার সামনে অন্তত উঁচু শিরে মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়ানো দেখতে চাই বলেই আজ এ-ই কপিলেফট অনলাইন সংস্করণে একটি সংকলন " মৃতমানুষেরা কথা বলে উঠলো শেষে। "

" শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো সরকার শান্ত থাকতে হুকুম দিয়েছে! "

খবরের কাগজ নিয়ে লোকটি এগিয়ে আসে....

- আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা! তুমি কি কিছু জানো?
- এ-ই দেখ দেখ নতুন ট্রেন্ডের একটা শাড়ি!-

- কী হচ্ছে এসব কেউ কী জানেন কিছু?
- মাম্মা জানোস আইজকা তো পুরাই ফাটায়া দিসি!

ষ্ট্রেচারে করে একটা লাশ, একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হয়! " শোন শোন ওর বয়ফ্রেন্ড না! বাঙ্গি ফটাস! " নীরবতা নেমে আসে! " হেই সেন্ড মি ন্যুডস!" কুকুর বিষয়ক চার্চিলের বক্তব্য প্রচারে শহরের নতুন শুকর নিজেকে আলাদা উচ্চতায় নিতে চায়! পিনপতন নীরবতা! আজ খেলাটা যে কী হইলো! আরেহ ১৪৫ কোটি টাকা মায়ের নামে! মাম্মা মডেল মাইয়াডার ৪ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড দেখসোস! আরেহ আমি তো আজকে গেসিলাম! বাবু ভাত খাইসো! আগেকার সরকারে যারা ছিলো ক্যাসিনো তাদের অবদান, ভিসির চেয়ারের দাম ৫৪,০০০/-, ভিসি সরকারী বাসস্থানে থাকেন না, উনি ক্যাম্পাসে ডুপ্লেক্স করেছেন, উনি আমাদের দলের কেউ না। শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থার জন্য বিরোধী দল দায়ী! বাচ্চারা তোমরা ক্লাসে ফিরে যাও! আগামী বইমেলায় বেষ্ট সেলার পোষাকুকুরের পাঁচ মিনিট ব্লোজব!

নীরবতা নেমে আসে!

- কেউ কী জানেন কিছু!
- আমি জানি, শুনুন তবে " খবরের কাগজ হাতে একজন মঞ্চে চলে আসেন, মঞ্চের সামনে অথর্ব এড়িয়ে, নাক সিঁটকে ভালো থাকা স্টীকারে চৌত্রিশ কোটি ভাণ ধরে থাকা চোখ।" নীরবতা নেমে আসে! সত্য, ইহাই সত্য! পৃথিবী যেনো আকাশটাকে উড়িয়ে দিলো, মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণী বাক্যটি ভুলে গেলো! বার্সা রিয়েল ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রী। হরিলুটের বিপক্ষে দেখানো দৃশ্যমাণ বৃহত্তম উন্নয়ন গেজেট! দফায় দফায় খরচ নির্ধারণ আর পাঁচের পর পনেরো বছর একই কথা,

কথার তো পরিবর্তন হয়নি, ভদ্রলোকের এক জবান - কুকুরের কাজ ঘেউ ঘেউ করা, প্রতিবাদ হুর ওরাতো পরশ্রীকাতর!

- কী বললেন পরস্ত্রীকাতর - উনারা বহুগামী! আই লাভ বহুগামী! মাদকের দাম কমেছে চালের দাম বেড়েছে! স্তনে হাত সেক্সচুয়াল অবজেক্টিফিকেশন! হ্যারেসমেন্ট নয় জানবেন!
একটা লোক উত্তেজিত হয়ে পড়েন, হাততালি,চুম্বনে সিক্ত সরকারী সেলিব্রেটি! নীরবতা নেমে আসে- ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে অগণিত ঝিঝিপোকা - আলোটা নিভলো, বিদ্যুৎ বিভাগ আজকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীডের উন্নয়ন কাজ চালায় বিদ্যুৎ বন্ধ করে যখন আন্দোলন চলছে! হুশ চুপ করো!
অগ্রগতির ঠ্যালায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে হ্যাক হওয়া টাকার তদন্ত রিপোর্ট দেখতে পারেনা ভোক্তা! অথচ ২৪দিন গোপন করে ফেলেন গভর্নর! বালিশ আর পর্দা হঠাৎ আবিষ্কার ধর্মীয় নেতা শফি! হুশ আয়াতে হুর চুপ! সবাই ঘরে ফিরে যাও উন্নয়নের গতি রোধ করবে না! কোথাও শুনশান নীরবতায় বিপ্লব নেমে এলো! সরকার বলছে বাম্পার বাতাবীলেবুর ফলন! আর মহাকাশে পতপত পেটিকোট -

সরকার বলছে ইহাই সত্য! সরকার বলছে চুপ করো স্রেফ চুপ করে গিলে ফেলো কথা। কথার উপর কর ধার্য করা হলো! অঁতোনা আঁর্তো'র দ্বিতীয় মুভমেন্ট অবলম্বনে ঈষৎ সংক্ষেপিত " সরকার-ই একমাত্র সত্যবাদী "

আসলে এটা রাষ্ট্রবিরোধী/ দুর্নীতিবিরোধী কোন মহান সংকলন নয় এটা কেবল গনমানুষকে মনে করিয়ে দেয়া " দেশটা আমার, রক্তে কেনা। আমি কারো দাস নই যে যার খুশিমত আমাকে চালনা করবে।

শিক্ষা আমার অধিকার, দূর্নীতিটা নয়। প্রাতিষ্ঠানিক কবিদের শুধু বলা কবিতা রাজনীতি দেশের উর্ধ্বে সরকারী অনুদানে বন্ধকী কোন শিল্প নয়। কবিতা মানুষের আদি অস্ত্র সকল অন্যায় অবিচারের বিপক্ষে, আপনারা অনুবাদক বড় কবি আপনারা চুপ থাকতে পারেন কিন্তু আমাদের হৃদয় বিবেক বাঁধা দেয় তাই দেশের প্রতিটি কোনায় অন্যায় অবিচারের বিপক্ষে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকা সেইসকল সূর্যসন্তানদের সাথে একাত্মতা ঘোষণাই এ-ই সংকলনের উদ্দেশ্য।

ভালো থাকবেন " রাষ্ট্র গেট ওয়েল সুন! "

আক্ষেপ

অমিতাভ অরণ্য

এক জীবন কেটে গেলো ভালোবাসার স্পর্শ ছাড়াই,
বলা হলো না, কয়েক কোটি গোপন কথা; অভিমানে হারিয়ে গেলো অজানা গন্তব্যে
তাহাদের মুখের মতোন পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিভে গেলো কতবার;
একজোড়া সংগম নিরত রাজহংসের ফসিল খুঁজে পেলো ঝানু প্রত্নতাত্ত্বিকেরা;
বাঁধভাঙা অশ্রুর তোড়ে তবু কেউ ভাসাল না বুকের জমিন;
এমনকি পেলো না সে প্রতিশ্রুত চুম্বনও।
এক জীবন কেটে গেলো ভালোবাসার স্পর্শ ছাড়াই,
সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যারা গিয়েছিলো স্বর্ণলতার খোজে,
ফিরে এসেছে তারা মধ্যাহ্ন দুপুরে; বুঝে নিয়েছে প্রাপ্য উপহার;
রাজকন্যাগণ আনত মুখে সপে দিয়েছেন পেলব সৌরভ;
আমার কোনো পংখী রাজ ছিল না কস্মিনকালেও।
এক জীবন কেটে গেলো ভালোবাসার স্পর্শ ছাড়াই,
আমার দৌড় হিরণ্যক্ষের তীর- সেখানে কোনো স্বর্ণলতা মেলে না।
কাদাময় তটে পাক খেয়ে গড়াগড়ি দেয় ঘাতক কালাচ,
তাদের কুটিল মায়াবী চোখে চেয়ে চেয়ে কেটে যায় আমার অপরাহ্ন;
কি যেন বলতে চায় ওরা আমাকে সাংকেতিক ভাষায়-
এক জীবন কেটে গেলো ভালোবাসার স্পর্শ ছাড়াই,
আজ যদি অবশেষে উঠে দাড়াই কালাচের বিষে বিষময় শরীর নিয়ে,
কেড়ে নেই আনত রাজকন্যাগণ; আমার খেলার সাথী;
কেড়ে নেই নরোম ঠোটের প্রতিশ্রুত চুম্বন রাশি-
দুহাতে নিষ্পেষণ করি অলীক ভালোবাসার লৌকিক শরীর;
বিস্মৃত জীবন কি আমায় মুক্তি দেবে অবহেলার দায় থেকে?

রাকিবুল হায়দার

হায় মহান কবি/ হায় পাঠক

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়েছিলো যবে হায়,
আমার হৃদয়ে হেরিয়া সে হয়েছিলো কৃষকায়,
বাগান ধরিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়, খাটিয়া কাধে তুলে,
আমার মনেতে ফুটেছিলো সে শত সহস্র ফুলে।
অবাক চোখেতে রহিনু চাহিয়া, উঠিলাম কাঁদিয়া,
আমি কেহ নই নিলাম জানিয়া, তাহার হৃদয়ে বসত গড়িয়া,
জীবন আমার তাহার উঠোনো গড়াইলো পড়িয়া,
এসব দেখিয়া আমি আর কেনো রহিবো বাঁচিয়া,
হে ঈশ্বর আমারে তুমি লহোগো তুলিয়া, আমার সকল পাপাচার ভুলিয়া!

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত কবিতা)

উচ্চশিক্ষার পোঁকা

আমার বাবা-মায়ের ভাতের থালায় পোকা কিলবিল করছিলো বলে- স্বপ্ন দেখেছিলাম অনেক বড় হবো, মায়ের জন্য, বাবার জন্য সাদা শুভ্র ভাতের যোগান দেবো, উচ্চশিক্ষার নাম করে এসে দেখি, এখানেও সেইসব পোকাদের বসবাস। মাথার ভেতর ঘুণপোকা নিয়ে দেখি, তোমার চিঠিতে লেখা, পড়াশোনা ঠিকমতো করছিসতো! অনেকদিন আর সেই চিঠির জবাব লেখা হয় না, তোমাকে কিভাবে লিখি-
বাবা, ওরা আমাদের পড়তে দেয় না, প্রতি পদে পদে বঞ্চিত করে, লুটপাট করে খায়,

তবু প্রচন্ড এক ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে- আমি পড়তেই বসেছিলাম,
বইয়ের পাতা উল্টে দেখি এখানেও ওদের কালো থাবা!
ভয় নেই বাবা, আমি ঘুরে দাঁড়াতে শিখে গেছি, আজ আমি-আমরা শ্লোগান লিখি, মিছিলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি-
" রাষ্ট্র তোমার ক্ষয়ে যাওয়া তর্জনী নামিয়ে রাখো, শোষকে আর ভয় পাইনা,
এই মিছিলে আমি আর আমার প্রেমিকা, পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি,
আমরা আর কিছুতেই পরাজয় মানবোনা।
মিথ্যাবাদীর দল অনেক বলেছে, অনেক শুনেছি, আজ শুনতে আসিনি, কেবল বলতে এসেছি, আমার উচ্চশিক্ষার অধিকার লুটিয়ে পড়ে যে ক্যাম্পাসে, সেখানে দাঁড়িয়ে এবার অধিকার ফিরিয়ে নিতে এসেছি।"
বাবা, তুমি জেনো রেখো,
আমি এবার শুধু উচ্চশিক্ষা নয়, আশ্চর্য এক প্রদীপের আলোয়-আলোকিত এক মানুষ হয়ে ফিরবো।

শশী

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

কেবল বইমেলা ছাড়া আর কোনো মেলাই আমার ভালো লাগে না। বইমেলায় যাই। রাস্তার বামপাশের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকি। টিএসসির সামনে আসতেই আমার গায়ে অভিজিৎ রায়ের রক্ত লেগে যায়। আমার সারা শরীর রক্তে ভিজে যায়। অভিজিৎ রায় আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী?'
আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সে আমাকে বলে, 'তোমার নাম কুসুমকুমার। তোমার রং লাল।'

কাঁচা রক্তের রং ও গন্ধ নিয়ে আমি বইমেলায় ঢুকি। এই রং আর কেউ দেখে না, এই গন্ধ আর কেউ পায় না। হয়তো বইগুলি দেখতে পায়, রক্তের গন্ধ পায়। বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে গায়ের রক্ত গায়েই শুকিয়ে যায়।

রাত্রিবেলা মেলা শেষ হলে বের হই। রাস্তার বামপাশের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের দিকে যাই। পরমাণু শক্তি কমিশনের সামনে আসতেই আমার গায়ে হুমায়ুন আজাদের রক্ত লেগে যায়। আমার সারা শরীর রক্তে ভিজে যায়। হুমায়ুন আজাদ আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী?'
আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। সে আমাকে বলে, 'তোমার নাম কুসুমকুমার। তোমার রং লাল।'

কাঁচা রক্তের রং ও গন্ধ নিয়ে আমি ঘরে যাই। এই রং আর কেউ দেখে না,

এই গন্ধ আর কেউ পায় না। এইসব রক্তের ভার আমি একাই বহন করি, নিজের রক্তের ভিতর।

২

একদিন শশীর সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে ডেকে বলে, 'আপনি আর কবিতা লিখিয়েন না তো!'
তার কথা শুনে মনে হলো বুকের ভিতর থেকে একটা পর্বতসম পাথর নেমে গেলো। আমি বলি, 'আচ্ছা শশী, আর লিখবো না।'

আমি শশীকে দেয়া কথা রাখতে পারি না– দেয়ালে কবিতা লিখি সারা রাত জেগে। পরদিন ভোরবেলা পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আমাকে শাসায়। বলে, 'আর কবিতা লিখবি না।'
কিন্তু পরদিনও আমি সারারাত দেয়ালে কবিতা লিখি, 'ঘুম ঘুম চোখে দাও সূর্যস্নান, ভবঘুরে পায়ে দাও মুক্তির শান... ।'

পুলিশ আমাকে আবার ধরে নিয়ে যায়। আমার ডানহাতের আঙুল কেটে নেয়। আমি ভয়ানক যন্ত্রণায় কাতরাই। ওরা একজন পাশ করা ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসে। ডাক্তার যত্ন করে ব্যান্ডেজ করে দেয়, ইনজেকশন দেয়, অষুধ দেয়। ডাক্তার চলে গেলে ওরা আমাকে ছেড়ে দেয়। আর আমি আমার অন্ধকার ঘরে পড়ে থাকি পনেরোদিন। শশীর সঙ্গে দেখা হয় না।

আমার কাটা আঙুলের ঘা শুকিয়ে যায়। আমি আবারও শহরের দেয়ালে কবিতা লিখি অন্ধকারের বিপক্ষে। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যায়। জেরা করে, 'হুমায়ুন আজাদ কে?'
আমি বলি, 'সংশয়।'

জিজ্ঞেস করে, 'অভিজিৎ রায় কে?'

আমি বলি, 'সংশয়।'

পুলিশ বলে, 'সংশয় কী?'

আমি বলি, 'সংশয় হচ্ছে জ্ঞানের পূর্বশর্ত।'

পুলিশ তার হাতের লাটিকে ইঙ্গিত বানিয়ে 'জ্ঞান'কে আমার পশ্চাৎদেশে প্রবেশ করানোর একটা কথা ছাপার অযোগ্য ভাষায় বলে ফেলে। তারপর খুব বিনীতভাবে বড় একটা কাচি দিয়ে ঘেচাং করে আমার বামহাতের আঙুল সব কেটে নেয়। আর আমি ভয়ানক যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি। আমার চিৎকারে ভেন্টিলেটরের একটা পাতলা কাচ ভেঙে পড়ে। আমি কাতরাই। এইবার আর কোনো ডাক্তারকে তারা ডাকে না। আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি হাতে কাপড় পেঁচিয়ে ঘরে পড়ে থাকি সাতাশ দিন। শশীর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। আমি দেয়ালে কবিতা লিখতে পারি না।

৩

একদিন রাজু ভাস্কর্যের নিচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কবিতা পড়ি, লোকজন জড়ো হয়। কিন্তু কেউ আমাকে পাগল ভাবে না। ভিড়ের মধ্যে পুলিশকেও দেখা যায়। কিন্তু পুলিশ আমাকে ধরতে আসে না, কেবল আঙুলের ইশারায় তিনটি ছায়ামূর্তিকে আমার দিকে লেলিয়ে দেয়। ছায়ারা কুকুরের মতো জিব বের করে আমার দিকে আসতে চায়, কিন্তু ভিড় ঠেলে আসতে পারে না। কোথা থেকে শশী এসে আমাকে এক লহমায় আড়াল করে ফেলে, যেনো বা তার নিশ্বাসের ভিতর লুকিয়ে ফেলে। তারপর হাত ধরে টেনে নিয়ে বইমেলার ভিড়ের মধ্যে চলে যায়। আমাকে ভিড়ের মধ্যে রেখে শশী হারিয়ে যায়। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় না।

৪

শশীকে আমি একটা ছাতিমগাছের তলায় খুঁজে বেড়াই প্রতিদিন। কিন্তু পাই না। শহরের প্রতিটি রাস্তা, অলি-গলি খুঁজতে থাকি। একদিন হাঁটতে হাঁটতে শাহজাহান রোডে চলে যাই। শাহাজাহান রোড থেকে তাজমহল রোডে ঢুকতে গেলে দিন ভেঙে দুপুর হয়ে যায়। একটা তাগড়া জোয়ান রিকশাঅলাকে রিকশায় জোরে জোরে প্যাডেল মারতে দেখে একটা বিশাল কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে থাকে। আর আমার মাথার ভিতর প্রলাপের মতো কবিতার লাইন তৈরি হতে থাকে। আমার পাগল পাগল লাগে।

রাস্তাজুড়ে একটা বৃক্ষ উদ্গাত হয় ভরদুপুরের ক্ষতে
অশ্বত্থ-বট নয়, দেবদারু আকাশমনি তেলসুর কিছুই নয়
বৈলামও নয়, আনকোরা আনোখা টসটসে এক বৃক্ষ
যেন বা রাক্ষস, সবুজের প্রাণরাক্ষস
আকাশছোঁয়া ডালপালা পত্রপল্লব তার বিস্তারিত
পাতার জিবে চেটে খেয়ে নেয় শাদা কালো এঁটেল মেঘ
আকাশের নীল দেখা দেয় নিরাবরণ

শাহজাহান রোড ঢুকে যায় তাজমহল রোডে
একটা বাড়ির গেটে একটা কুকুর ওঙ্কারে ঢেকে দেয় মহাকাল
একটা প্রাচীন দীর্ঘশ্বাস দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে থাকে চিরদিন
একটা বৃদ্ধ দুপুরবেলা রাস্তায় সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে
সকাতরে প্রার্থনা করে রিকশাঅলার যৌবন

কোথাও কাফেতে স্তব্ধতা নেমে আসে
লাল চুম্বনের ধাক্কায় উল্টে যায় টাকিলার গ্লাস
মেঝেতে পড়ে টুকরো হয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে
বৃক্ষের গা বেয়ে একটা রাক্ষস নেমে আসে

রাক্ষসের পেটভর্তি ঘুমের জীবাণু
রাক্ষস জিব দেখিয়ে চলে যায়
রাক্ষসের জিবের কারুকাজ আর সুক্ষ্ম ছিদ্রগুলি সুন্দর
নিশ্বাসে ভেঙে পড়ে ওষ্ঠাধর
নিশ্বাস জমা হয় না আর, নিশ্বাস ধার করেই চলতে হয়
যারা ধার দেয় তারাও চলে যায় এক এক করে
রেখে যায় যমজ ঘরে ঘরে দরজার মায়া
একদা কপাট খুলেই অতলান্ত প্রান্তর বুকখোলা
একদা কপাট খুলেই চক্রমনে উত্তাল ছায়ানট
নদীর স্রোতে ছিন্ন দীর্ঘশ্বাসেরা আরো দিঘল হয়
স্রোতে ধাক্কা খেয়ে আর্তনাদ হয়ে কোথাও ছুটে যেতে চায়
স্রোত কবে ঘূর্ণি হয় টের পাওয়া যায় না কিছুই
কেবল রাস্তা থাকে, রাস্তার কোনো নির্দেশক থাকে না
রাস্তাজুড়ে একটা বৃক্ষ উদ্গাত হয় দুপুরবেলার ক্ষতে
বৃক্ষের পায়ে একটা বৃদ্ধ সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে
সকাতরে প্রার্থনা করে রিকশাঅলার যৌবন।

শশী নেই। কোথাও নেই। প্রতিদিন ভাবি তাকে যদি স্বপ্নে দেখতে পাই! আমার বুকের ভিতর এমন তৃষ্ণা তৈরি হয় তাকে দেখার জন্যে, মনে হয় একটা স্রোতস্বিনী নদী আজলা ভরে পান করলেই এই তৃষ্ণা যাবে না।

৫

অবশেষে একদিন আমি শশীকে স্বপ্ন দেখি। কোথাও আঠারোহাজার ফিট পাহাড়ের, না ঠিক পাহাড় নয়, পাথুরে পাহাড়, পর্বতও বলা যায়, তার ওপরে একটা হ্রদ আছে। চারিধারে কেবল শাদা শাদা আরো পর্বত। সেই হ্রদের ধারে আমি একাকী বসে আছি ভাবি। ভাবি, পেছনের পথ থেকে

মুছে ফেলছি পায়ের দাগ। ভাবি, আকাশ থেকে মুছে ফেলছি একটি কুসুম। হ্রদের জল আয়না হলে ছুড়ে দিচ্ছি মুঠোভর্তি নিশ্বাস। হঠাৎ আমার পাশে শশী এসে বসে। জলের ভাঙা আয়নায় চোখ রেখে সে আমাকে বলে, ‘ইহা আকাশকুসুম।’
কোথা থেকে জানি না একটা পুলিশ আসে। আমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার নাম কী?’
আমি বলি, ‘জি, আমার নাম কুসুমকুমার।’
পুলিশ আমাকে মন খারাপ করে বলে, ‘কে জানি না দেয়ালে লিখেছে ‘পু’ মানে পুরাণ, ‘লি’ মানে লিখিত, ‘শ’ মানে শয়তান। সব মিলে হয় পুরাণে লিখিত শয়তান। কিন্তু আমি তো শয়তান নই। আমি কবি। আমি একটা কবিতা লিখেছি। শুনবে?’
‘মনখারাপ’ পুলিশটার কথা শুনে আমি হেসে ফেলি। বলি, ‘শোনাও তোমার কবিতা।’
সে মাথা দুলিয়ে আবৃত্তি করে তার লেখা কবিতাটা–
তাহার দুটি পালন করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার খেতের বেড়া
কোলের ‘পরে নিই তাহারে তুলে।

পুলিশটির কবিতা শুনে শশী হাহাহাহা হাহাহাহা করে হেসে ওঠে। এই দেখে পুলিশটি বেকুবের মতো জিজ্ঞেস করে, ‘হাসছো কেনো, হাসছো কেনো? বলো।’
শশী বলে, ‘তুমি তো আগের চারলাইন বলতে ভুলে গেছো।’ এই বলে শশীও মাথা দুলিয়ে বলতে থাকে–
আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ,
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি

তাহার গানে আমার নাচে বুক।

আমি মনে মনে বলি, 'হ্যাঁ গো শশী, আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি, সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।'
পুলিশটি চুপিচাপ চলে যায়। তার জায়গায় রবিনাথ এসে দাঁড়ায়, তার আমার সমান বয়স। সেও হাসতে হাসতে বলে, 'আমার পদ্য লইয়া খেলিতেছো তোমরা, বাহ ভালো তো!' তারপর সে গান করে, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে... আমি কেবলই স্বপন, করেছি বপন আকাশে... ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু...।'
আমি বলি, 'অনেক কিছুর ভার শেয়ার করা যায়। কিন্তু ক্লান্তির ভার শেয়ার করা যায় না।'
শশী আনমনে হাসে। আমি আমার দুটি হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি মুঠো করার জন্যে আমার হাতে একটিও আঙুল নাই। আর আমার ঘুম ভেঙে যায়।

৬

শশীর সঙ্গে কি আমার দেখা হয়েছিলো শিল্পকলায়, আর্ট ভিয়েনালে? না, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো আর্টস ফ্যাকাল্টিতে ঢোকার প্রথম সিঁড়িটাতে। সে নামছিল, আর আমি উঠছিলাম। তার হাতে দুইটা খাতা ছিলো। একটার মলাট ছিলো সবুজ। কারো হাতে সবুজ মলাটের মোটা খাতা দেখলে আমার চোখ আটকে যায়। আমার মনে হয় খাতাভর্তি বুঝি কবিতা। সে নামছিলো, আমি উঠছিলাম। কিন্তু তার বুকে ভাঁজ করা খাতার মলাটে আমার চোখ আটকে গেলো। আমি দাঁড়ালাম। সেও দাঁড়ালো। সে হাসলো। বললো, 'কী?'
আমি বললাম, 'আপনার এই খাতাটা কি কবিতার খাতা?'
'নিজে কবিতার খাতা নিয়ে ঘুরেন বলে কি সবাই কবিতার খাতা নিয়ে

ঘুরবে?' বলে হাহাহাহাহা শব্দ করে সে হেসে উঠলো। তার হাসির গমকে সব স্তব্ধ হয়ে গেলো যেনো।
আমি বললাম, 'আপনি আমাকে চেনেন?'
'হুঁ, আপনাকে এখানে তো অনেকেই চেনে।' বলে হাসতে হাসতে শশী চলে গেলো।

আমি খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম শশীর চলে যাওয়া পথের দিকে। তারপর ড্রইং ক্লাসে ঢুকে যখন অ্যান্টিকাটার দিয়ে পেন্সিল শার্প করছিলাম তখন হঠাৎ মনে হলো আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন মাথার ওপর রোদ ছিলো। আর তার ছায়া পড়ে ছিলো আমার বুকের ওপর। আমি নিজের বুকে হাত রাখলাম।

৭

শশী দিনশেষে ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে প্রতিদিন আনমনে বলে চলে জীবনদাশের সেইসব লাইন, 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে; ...সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন; থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার... ।'
আমি তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে শশীর পাশে পাশে হাঁটি, মনে মনে শশীকে জড়িয়ে রাখি হাওয়ার মতো। শশী আমাকে দেখতে পায় না ঠিক, কিন্তু টের পায়। আমি তাকে বলে ফেলি, বলি চুপিচাপ, বলি তার কানে, যেন বা কানে কানে 'হুঁ, অন্ধকারই কেবল থাকে। এই অন্ধকারই একমাত্র শরণ, মাতৃজরায়ূর সেই স্মৃতিময় আশ্রয়। আর আমিই বনলতা সেন। আমার কাছে বনলতা সেন মানে অন্ধকার, 'মুখোমুখি বসিবার।'

আমি প্রায় দিন শশীকে বাড়ি পৌঁছে দিই। কিন্তু তার ঘরে ঢুকি না। একটা অন্ধকার গেটের পাশে তাকে ছেড়ে আমি চলে যাই, একটা ব্রিজ পার হই,

লাল রঙের ব্রিজ। ব্রিজের ওপর এক অন্ধ বৃদ্ধ পিসফল বিক্রি করে।

আমি কখনো স্বপ্নে শশীর দরজায়। তারও আগে এইখানে ঝড় ছিল হাওয়া। আমার উত্থিত রক্তে ধরেছি সমুদ্র। ঝড়ের মৃত্যু হলো। ফেনাগুলি ভেসে আসছিল আমার দিকে। সে উৎসে ছিল তারও আগে। ঘুমিয়ে জেগে উঠি বারংবার। কিছুই বলার নেই, মন্ত্রণারহিত সকল অন্ধকার। তাকে খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পাই বিস্ময়ের সিঁড়ি। অবরোহী। পেয়ে যাই অলৌকিক তলোয়ার। নিমফুলের রঙে ছেয়ে আছে গোধূলি। ভেবে আছি, তাকে সঙ্গে করে দিগন্ত ছোঁব। শূন্যতা, আমাকে বিদীর্ণ করে এইসব পরাক্রান্ত স্বপ্নের ভিতর। তার আর নাম আকাশের নীল। কেনো আকাশ এত নীল? সে আকাশের নীল হয়ে জড়িয়ে কখনো রাখে আটটি মেঘমালা, থামিয়ে রাখে করাল নদীভাঙন, ঝড়ের লেজ ধরে ঝড়কে ছুড়ে দেয় দূর পাহাড়ের ওপারে।

৮

কোনোদিন আমি শশী যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়ির অন্ধকার গেট পার হইনি। আজ পার হয়ে দেখি একটা জলাশয় বুক খুলে ছড়িয়ে আছে আদিগন্ত। জলাশয়ের বুকে পড়ে আছে কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ। গেটের পাশে এক বৃদ্ধ, মনে হয় ভিখারি উবু হয়ে বসে আছে, বুঝি শোয়ার অপেক্ষায়। আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এইখানে এই জলা কতোদিন, চাচা।’
সে বললো, ‘কাকু, এই পগাড় তো চল্লিশ বছর ধইরা দেখতাছি। কেন কাকু, মাছ ধইরবেন?’
‘না। এইখান থেকে নৌকায় করে কি কোথাও যায়?’
‘কী, কন? এইখানে কোনো নৌকা চলে না।’

লোকটার কথা শুনে আমার মাথার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। কানের পাশ দিয়ে বাতাসের ছোঁয়া টের পাই।

হঠাৎ লোডশেডিং হয়। রাস্তা থেকে মুছে যায় হলুদ আলো সোডিয়ামের। হঠাৎ যেনো বা ব্ল্যাকআউট হয়ে যায় আরাত্রি চরাচর। হঠাৎ রাতের আযান বাজে, ঘোষিত হয় অদেখা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব। হঠাৎ আমার ঘাড়ে কীসের যেনো কোপ পড়ে। আমি মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শুনি শুধু কানের কাছে ঝিঁঝিঁপোকার শব্দের মতো। ধীরে ধীরে শব্দ মিলিয়ে যায়। আমি নিজের ঘাড়ে বাম হাত রাখি– হাত ভিজে যায়। আকাশ মেঘে ঢাকা ছিলো। হঠাৎ মেঘ সরে যায়। আকাশে যেন অর্ধেক চাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে আছে, যেন আমাকেই ডাকছে। ভিখারিটাকে আর দেখা যায় না। কিন্তু জলাশয়ে

পড়ে আছে একফালি চাঁদ। হঠাৎ আমার মনে পড়ে শশী মানে চাঁদ। আমি বাম হাতে ঘাড়ের ব্যথা চেপে ধরে আর হাত জলাশয়ে পড়ে থাকা চাঁদের দিকে বাড়িয়ে নেমে পড়ি ঠান্ডা জলে।

দৌড় -

সাম্য রাইয়ান

দৌড়ে গেলে ' দৌড় '
ভায়োলিনঅলা পাখিটিও স্থির থাকে না!
ডানামেলা জানালা থেকে উপচে পড়ে
নাচের মুদ্রা; উজ্জল ঘাসফড়িঙের মতো
বিচিত্র রঙের ফোটা জেগে ওঠে শরীরজুড়ে, আহত
মাছেরা উপেক্ষা কথরে বেদনার ছায়া
ডানামেলে ভাসে অপর ডানার দিকে।
কিছু ছেঁড়াপাতা উড়ে যায় পুরনো
গ্রন্থ থেকে; শিউলী ফুলের মতো
উবে যায় অস্ফুট স্বরের মানুষ;
ভুল বানানে রচিত হয় একেকটি রাত!
হাস্যজ্জল মাছেদের যৌবনজুড়ে তবু
আমাকে নিয়ে কোনো স্মৃতিকথা নাই!

নীরবতা -

আগুনমুখা জীবন থেকে বেরিয়ে এলে
অফুরন্ত ভাবের কুণ্ডলী
সেতুর সিঁথিতে গজিয়ে ওঠা টিকটিকি
দেখে আমারও ভীষণ ভয় লাগে!
তুমুল কোলাহলে কানে হাত চেপে

ভেতরে তাকিয়ে দেখি কবরের মতো
সুনশান; মৃত বিহঙ্গ তাকিয়ে আছে।
জলের গতিতে কাটিয়ে গেল এম্বুলেন্স
সাইরেন থেমে গেলে পাখিরা ভাবতেই পারে
নীরবতা এক অতিমানবিক অস্ত্র বটে।

মানুষের জীবনানন্দ
রাশা নোয়েল

আমাদের মানুষের জীবনানন্দ- এখন নাকি
কাক-চিল-শকুনের ক্যামোফ্লাজে বাহারি
রোদ্দুর আর ধানসিঁড়ি
নদীটির দিকে দুর্বল মনোযোগে হতেছে সংসারি?
এতদিন যেখানে ছিলেন- বনলতা শ্যেন
দৃষ্টিতে বেঁধে রেখেছিলেন?
কবে, শুনিনি তো- কোথায়, তা-ও দেখেছি কি না
জারুল- আমরুলের- ছায়াতমসালীনা
মনে করতে পারছিনা
'কবি,- প্রাক্তন ও বৃদ্ধ হতেছে ইদানীং, সদ্য- নানাবিধ স্বরে উদ্ধৃত
নির্জন নিরিবিলির একান্ত রাত্রিটি
জলপাইহাটি যাওয়া হোক- লক্ষ্মীপেঁচার অনন্ত প্রহর
কাটতে না কাটতেই শাদা ফুটফুট মহীনের ঘোড়াগুলির ডিমের ভেতর
আমাদের মানুষের জীবনানন্দ- আমাদের ব্যক্তিগত কাজে
টের পাই- বোধ হয়ে- বসে থাকে বিষণ্ণ ক্যামোফ্লাজে-

বিশুদ্ধ স্পর্শ

গত বছরের এই দিনে আমরা বিশালকায় ওক-গাছের ছালে দুর্বোধ্য লিপির পাঠোদ্ধারে মত্ত ছিলাম।
আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম, ক্যারোলিনের চমকে ওঠাটা দেখার মত ছিল। চারপাশ দেখে নিয়ে- আমি ভাবলাম গলা খাঁখড়ে সে কিছু একটা বলতে চাইবে, তার বদলে চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে, ঠিক যেমনটা

চেয়েছিল মেরী- ওয়ারেনকে বলতে : 'সাইলাস ইজ ব্যাক' -
'আমার খুব ভয় করে এরিখ! '
*
জীবনকে তীব্রতর ভাবতে প্রয়োজন খানিকটা বিশ্রামবিরতি- নয়, যতটুকু আমরা ভাবি বস্তুতঃ এরচেয়েও বেশিদূর এগোবার পর হুট করে মনে হতেই পারে : 'হোয়্যার শ্যাল উই মিট এগেইন?
*
আমি ক্যারোলিনের চিবুক তুলে ধরলাম। মনে পড়ে- কাঠ পোড়াবার সময় বাবার পায়ে লেগেছিল জ্বলন্ত কয়লা, একঝাঁক জোনাকির মতন- নয়, শেষরাতের ট্রেনের হেডলাইট- নয়, চিকচিক করে জানান দেয়া অশ্রুর মতন।
আমি আলতো করে হাত বুলিয়ে বললাম : 'হয়তোবা ডায়েরীর পাতা খসে যেতে পারে, এমনকি আমার জলপাই রঙা চামড়াও! তুমি ভেবে নিতে পারো- আমার মৃত্যুভয় নেই, কিংবা আমি ওটাতে বিশ্বাসই করি না '
*
আমার হাতের তালুতে ভেসে ওঠা ওক গাছের ছাল সহসা উড়ে গ্যালো, ঠিক সামনের পাতাগুলো নড়ে উঠলো আর- আমি জানলাম : ভালোবাসার প্রতি ভয় থাকা উচিত।
ভয় থাকা উচিত পরস্পরের আত্মার প্রতি- যেখানে মিলিত হয় বিশুদ্ধ স্পর্শ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

রাইসুল নয়ন

আজকাল দুক্ষকে পাশ কাটিয়ে চলিঃ যেভাবে পাশ কাটিয়ে চলি ঈশ্বর,
পাওনাদার বন্ধু প্রভৃতি লেনদেনের হিসেবটা বেশ অসহনীয় লাগে
যোগ্যতা তুলনায় বেশী পাই মাইনে
যা দিয়ে কিনি ত্রিশটা দিন ও বাড়িওয়ালাকে
তাও ডাক্তারটাই অদ্যাবধি দেখাতে পারিনি মায়ের কাশি আর বাবার চোখ
পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার মতো আমাকে প্রদক্ষিণ করে
পরিস্থিতির যাতাকলে এখন ফার্মেসীওয়ালাকেই বিজ্ঞ ডাক্তার মনে হয়
হাজার হোক- ওষুধের ব্যাবসা, চিকিৎসাটা না জানলেও বোঝে নিশ্চয়
পয়সার প্রয়োজন ফুরাবে:এই ভরসায়
বেঁচে আছি বেঁচে আছি:মৃত্যু এসে কড়জোড়ে দাঁড়াবে মুখোমুখি
দুক্ষ এলে বোকা মুখে পাশ ফিরে শুয়ে থাকি যেন বিজ্ঞানের উর্ধ্বের
কোন প্যারালাইসড পাখি আজকাল এড়িয়ে চলিঃ প্রিয়দুর্জন,
মূর্খ কবি ও আবৃত্তিকার, পা-চাটা জানোয়ার ও জ্ঞানি চাটুকার
বিঃদ্রঃ
এক শ্রেণীর চক্র টয়লেট ট্যিসুর মোড়কে বাজারজাত করছে সমবেদনা ও স্বার্থ

সংক্রান্ত

সে রাতে মাতাল ছিলাম,
সকালে শুনেছি কারা যেন তারা তারা রাতারাতি
আমার ভালোবাসা কাস্টিং করে ভুল ফলাফল জানিয়েছে তোমাকে!

আমি অবাক!

সবকিছু মেনে নিয়ে জরুরি সভায় জানালে-

আমার বুকের ভেতর কোন কবিতা নেই,

চোখদুটো একদমই প্রেমতান্ত্রিক নয়, অবৈধ প্রেমিকের মতো নুয্য!

তোমার হৃরাষ্ট্র কাঠামো অনুযায়ী বিচার হবে এখন,

তোয়াক্কা ছাড়াই কারা এসে আটক করে নিল,

প্রতিবাদ করলাম নাঃ

পুরো সমুদ্র ভেবে এক ঢোকে এক পেগ গিলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম ।

হৃদকড়া পরাবার আগে- কলিজাটা উঠোনে পুঁতে দিলামঃ

যেন এ্যান্টেনার কাজ করে-।যেন তুমি খুঁজতে এলে জানি, এসেছিলে।

আর কি করবার ছিল বলো?

কি করলে তোমাকে পাওয়া যাবে!

আহারে ভালোবাসা!

এমনও করে মানুষের সাথে মানুষে?

কারন আমি খুন হতে আসি নি-

বনী ইসরাইল

গতকাল তারা বাকরুদ্ধ ও নিপীড়িত
আজ তারা বাকরুদ্ধ ও নিপীড়িত
আগামীকাল তারা বাকরুদ্ধ ও...
আয়োজিত কার্ড খেলাতে কার হাতে টেক্কা
বাকি তিনজন জানে একান্ন ধারার ভয়ে বসে থাকা কারন তারা বাকরুদ্ধ ও নিপীড়িত
শহরের ল্যাম্পপোষ্টগুলোতে ঝুলিয়ে প্রতারক আলো কোথায় যাচ্ছে
অন্ধকার তারা জানে কারন... "জুয়া ফেলে উঠে এসো"
ওদের ভেতর থেকে মৃদুস্বরে বলে
আমরা রক্তাক্ত হতে আসি নি এভাবে
সংসার আছে, পেটমোটা স্ত্রী আছে গোটা চার ছেলে-মেয়ে,
বুড়ো বাপ কলেজ পড়ুয়া ভাই, হাড় ক্ষয় মা আছে,
আমরা খুন হতে আসি নি
সকালে অফিস আছে, ব্যবসায় লাভ আছে, প্রফিডেন্ট ফান্ড আছে
আগামী বছর বিদেশ যাত্রা আছে
মুখ আছে, কথা যতটুকু বলার বললেই হয়
হাত আছে, তেল যতটুকু লাগালে কাজ হয়
পা আছে পিছটান যতটুকু দিলে দৌড় হয়
আমাদের বাঁচতে হবে
যেটুকু টেক্কার হাত ইশারায় বাঁচা যায় মরে গিয়ে লাভ কি
এবছর ব্যাংকের লোন পাশ হবে
দোতলা বাড়ি পাঁচতলা হাঁকালেই
ছেলেটাকে বিদেশে পাঠালেই, মেয়েটাকে এমপির গৃহবধূ বানালেই
বাপটাকে কবরে খেলেই, মায়ের জন্য চিন্তা না এলেই বা কি

আমরা খুন হতে আসি নি
আমরা দেশটাকে উদ্ধার করতে আসি নি
কবেই তো বলেছি ছাপোষা জীবন দেশ নিয়ে মাতামাতির কি হলো
যেভাবে চলছে চলুক
আমার সন্তান বেঁচে থাকুক সামনের বছর পাঁচ তলা উঠুক
এই যে আপনারা এসব লিখে,বলে কি বালটা করবেন উদ্ধার?
কোন কানে শুনবে জনতা আপনাদের হাহাকার?
আসুন কালো কাপড় চোখে বেঁধে তাস খেলি,
কার হাতে এক্কা
কার হাতে দোক্কা
কার হাতে বন্দুক
কার হাতে ব্লাক মানির সিন্দুক এসব কিছুই না জানি
কারন আমি খুন হতে আসি নি!

প্ল্যাকার্ড

আর বিক্রির জন্য ওরা কেড়ে নিচ্ছে লাল নীল হলুদ সব প্লাকার্ড বেদনার মত কোন কোন হৃদয় থেকে ঝড়ে পড়ছে বিপ্লব
চায়ের দোকানে গড়পড়তা মাথা আর চোখ দেখে একজন একাউনট্যান্ট খসখস শব্দের ঝলমলে জেল পেন মাপ মত রেখে বলছেন খরচের সংবাদ সংবিধানের আওতায় আনা যাচ্ছে না কিছুতেই একটি উজ্জ্বল ভোর ঠেসেঠুসে কোনভাবেই কনডেন্সড মিল্ক ভরে যাচ্ছে নিহত সব জবা ফুল এখানে কেউ কথা বলতে চাইলে নিজ পিতার হৃদপিণ্ডটা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকতে হবে অবনত
বেশ্যা পাড়ার বরাদ্দ আরো বেশী করার প্রয়োজনীতা সিল গলা লাল কনডম এখন আরো সস্তায় মিলবে জিভ দিয়ে যোনি সঙ্গীত বাজাতে

বাজাতে একদিন ঘুম আসবে বলে যে কবিতা কেউ শুনবে না....
তাদের বলতে চাই শিশুর মত কোমল ইশারায় আমার পেশাবের জন্য একটি সরকারি মুখ গুহ চাই

কবিতার হালচাল

শুভ্রজিৎ বড়ুয়া

এটি স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই যে, জীবনের জন্য জীবিকা প্রয়োজন। জীবিকা না থাকলে পাকস্থলীকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। আর এই পাকস্থলী বড্ড বে-রসিক। এরপরেও অনেককে দেখি নিজের থুথু গিলে পানির তৃষ্ণা মেটাতে। আমি প্রচণ্ড অপমানিত হই, যখন দেখি কবিরা নিজের দাম হাঁকিয়ে ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়ানো সোডিয়ামের আলোতে উপছে পড়া সৌন্দর্য নিয়ে পার করে দিচ্ছে জীবনের কিছু ব্যর্থ বসন্ত। আমি লজ্জাবোধ করি, তার মানে এই না যে লজ্জাবোধ আপনার থাকতে হবে। আমাদের সবার বোধ এক হবে, এমন বোকা ভাবনা আমার নেই। যাক, এবার কবিতা নিয়েই অন্য একটা প্রসঙ্গে যাই। আজকাল কবিতা হচ্ছে না, অনেকেই বলে থাকেন। কেন হচ্ছে না! কেন আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে পাল্লা দিতে বরাবরই হোঁচট খাচ্ছি? এর প্রথম কারণ আমাদের, কবিদের ভেতরে চাটুকারিতা, লোভ, পার্থিব মোহ, সংঘবদ্ধ হবার চিন্তন বাসা বেঁধেছে। একজন কবির সঙ্গে অন্য কবিরর বন্ধুত্ব থাকতেই পারে, জমজমাট সকাল-দুপুর-রাতের আড্ডা হতেই পারে। কিন্তু আড্ডা দিতে গিয়ে চিন্তার নিজস্বতা হারালে আর যাই হোক কবির মৌলিকতা থাকে না। অনেক বড় বড় দার্শনিকদের ভাষ্যানুযায়ী- কবিরা সয়তান কেননা কবিরা মিথ্যে বলে, আবার কবিরা ঈশ্বর কেননা কবিরা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে আমার এক কবিবন্ধু আলীমের একটি কাব্যাংশ ব্যবহার করছি,

"একনায়করাই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর একক ও একা, সংঘবদ্ধরা শয়তান।"

একটু ভেবে দেখলে নিশ্চিত হবেন যে আশি বা নব্বই দশকের পর কবিতায় একটা ভাটা পড়ে গেছে। তার তিনটি কারণ উল্লেখ করার মতো। প্রথমত কবিরা এখন সঙ্গবদ্ধ, দ্বিতীয়ত বেচা-কেনার হাটে উঠে যায়, তৃতীয়ত তাদের অনেকেই চাটুকার। কবিদের ভেতর তাদের

লেখনীর দম্ভ নেই, সুতারাং প্রাচুর্য নেই। মনে হয় যেন, এই বুঝি তার শেষ লেখা। সকালের ঘুম ভাঙার পর সে লিখতে লিখতে সিদ্ধান্ত নেয় মরে যাবার, কিন্তু মরে না। স্নান সেরে ভাবে মরার আগে একটু ঘুমাই। ঘুম ভেঙে লিখে কবিতা তারপর সন্ধ্যা নামলে ভাবে একটু মাতাল হই। এরপর লিখে বা না লিখেই ঘুম। জীবনের প্রতি আসক্তি কিন্তু একটা নির্মম হতাশা তাদের ঘিরে রেখেছে। তাই তারা জানে তাদের শেষের গল্পটা প্রারম্ভের নামান্তর। অন্যদিকে ভাবনাগুলোও গোছালো। এ কারণেই আশির দশকের কবিতা আজো যে হারে পাঠপ্রিয়তায় আছে, তা নব্বই বা তার পরের সময়ে নেই বললেই চলে। এরমধ্যে আরো একটা ব্যাপার আছে, সেটা হলো অপেক্ষা। কবিরা রীতিমতো অপেক্ষা করাটাই ভুলে গেছেন। প্রেম বা প্রণয় যেন একধরণের নেশা। সবকিছুতেই একটা হেয়ালিপনা। বলতে আপত্তি নেই যে অনেকে কবিতা সম্পর্কেও খুব একটা না জেনে লিখেন। এতে আপত্তি থাকলেও অশ্রদ্ধা নেই। কেননা তারা তাদের প্রকাশ শব্দে করছে বা করার চেষ্টা করছে; অস্ত্র তুলে নিচ্ছে না। সবকিছু ছাপিয়ে বর্তমান সময়ে যারা লেখালেখি করছে আমি তাদের উপর আস্থা রাখি। নিজের সময়কাল বলে নয়, তারা অনেকেই নিজস্ব ধ্যান-কৌশলে সাধনা চালিয়ে নিচ্ছেন। তাদের লেখাতে ত্রিকালের নানান বিষয় প্রতিপাদ্য। অথচ মূল্যায়ন কম। এ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কেননা সব সময়ের কবিদের এ ধরণের প্রতিকূলতা ছাপিয়ে লিখতে হয়েছে, হয়তো আগামীতেও হবে। আমাকে যদি বলতে বলা হয় কবিতা কী? কবিকে কেমন হতে হবে? আমি বলবো, নিজের বিশালতম ইচ্ছার সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ হলো কবিতা। কবি বিনয়ী হতে পারে কিন্তু কবিতা কখনোই নয়।

একান্ত শোকগাঁথা

বহুদিন হলো আমি অবাক হই না,

কোনো কিছুতেই থাকছে না- আমার কোনো বিস্ময়,
মুমূর্ষু অপেরা আমাকে গ্রাস করেছে।
আমার সৃষ্টি ভীষণ উদ্দেশ্যহীন,
আর আমি, প্রচণ্ড উন্মাদ প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগত বিউগলের সুরে কাতর।
আমি জোড় আর জোর থেকে শিখেছি- প্রণয়ের বিয়োগ মন্ত্র,
অথচ আমি জানি না কতটুকু শোকে করতে হয়-এমন বিরহের উদযাপন।
আমার সমস্ত অনুভব অপ্রকাশিত ও অদৃশ্য
আমার একাকিত্ব বিষাদ ছায়ায় বিষণ্ণ
কিন্তু এসব নিয়ে আমার কোনো হা-হুতাশ নেই।
একদিন আমার ঘুম ভুলে যাবে স্বপ্ন,
ব্যক্তিগত সমস্ত শোকোৎসবে নিথর দেহে শুয়ে থাকবো একা
আমার একান্ত মঞ্চে, সেখানে থাকবে না কোনো অনুভব
আমার বিয়োগের, শব্দগুলো হবে অস্পষ্ট, অতঃপর বিলীন।
বক্তারা করবেন তাদের স্বার্থের প্রকাশ, কিছু নির্বোধ কোনো অর্থ না বুঝেই কাঁদবেন;
অথচ কারো স্মরণে থাকবে না-
আমার মৃত্যু শোকে লেখা আমার একান্ত শোকগাঁথা।

কসম নিলাম

আতিক আনন্দ কর

এক মুঠা ভাতের কসম নিলাম মরিয়ম,
পরে জন্মে তোর বুকের কাপড় আমিই খুলুম!
মাঝ রাইতে জোনাকির আলোয়,
তোর ডাগর নয়নে মরমু চিক্কর দিয়া!
আকাশ হাসব, বাতাস হাসব,
নদীর পানি, পানির মাছও হাসব,তোর হাসির লগে।
পদ্মার চরে খুঁপি ঘরে হইবো ছোট্ট সংসার!
দুইটা মরিচ পুড়া সাথে এক থালি বাসি পান্তা খামু মনের সুখে।
তুই তহন বাতাস করবি,ঘাম মুছবি শাড়ীর আঁচলে।
তরে সোহাগ কইরা ভাত খাওয়ামু নিজের হাতে।
ঘাসের ডগার উপর সূর্য কিরণে শিশির যেমন চিকচিক করে,
লজ্জায় তেমনি চিকচিক কইরা উঠবো তোর চোখের মনি।
তুই পুয়াতি হবি!
ঝগড়া করুম দুজন-পুলা হইব না মাইয়া হইবো এটা লইয়া।
তুই চাইবি পুলা হোক,
পুলা হইলো বংশের বাত্তি!
আমি চাইমু মাইয়া, কারণ মাইয়া হইলো ঘরের লক্ষ্মী!
ঝগড়া বাড়ার লগে লগে বাড়তে থাকবো প্রসব ব্যথা,
নাকি সুরে কবি-"ও পুঁটির বাপ; একটু তেল দিবা পেটে? ব্যথা করে গো!
রসূন গরম একটু দাও না মালিশ কইরা!"
রাত কাটবো,
দিন কাটবো,
তোরে নিয়া বান্ধা গানে বছর কাটবো।
ভালোবাসুম-ঝগড়া করুম সমান তালে।

বটের ছায়ায় যেমন ঘাস গজায় পরম মমতায়, তেমনি তোর
বুকের তলে আমাগো মাইয়া বড় হইবো।
দুইবেলা পান্তা আর শুকনা মরিচের হইবো সুখের সংসার।
এই জন্মে তো তুই দেবী হইলি
ইশ্বরের লগে সঙ্গম কইরা পুয়াতি হইলি
পরের জন্মে তোরে আমি নিমু,
মনে রাহিস মাগী, আমিই তোর মরদ হমু!

পলাতক সাপ

আজকাল দাঁড়িয়ে থাকি শুকনো বৃক্ষর মতো,
চারিদিকে কোলাহল চিৎকার রাধাদের আনাগোনা
গলির মোড়ে সদ্য প্রেমে পড়া কিশোরীর বৃষ্টি বিলাস।
আজকাল দাঁড়িয়ে থাকি নিশ্চুপ কাকের মতো,
যে হারিয়েছে তার প্রেয়সীকে মধ্যরাতের আচমকা মিলনের পর!
এ চোখে এখন স্বপ্ন জাগেনা, কবিতা আসে না।
যে যুবক হেঁটে এসেছিলো মিছিল বুকে,
যে যুবক উঠে এসেছিলো স্লোগান চোখে,
তার দুঃখ গুলোকে পাঠ করতে ইচ্ছে হয় সুরলিত কণ্ঠে।
মক্তবে পড়া কোরান মনে পড়ে,নিতেনের বাড়ির পূজা মনে পড়ে,
মনে পড়ে গ্রামের মেঠোপথ, চম্পা পারুল ইস্কুল।
স্মৃতিগুলি সারাদিন সখ্যতা পাতায় দুঃখবোধের সাথে।
আকাশের দিকে তাকালে দেখি দুরন্ত মেঘে ভেসে যায়,
কুয়াশায় ধোঁয়াটে বিবর্ণ অতীত।
ফেলে আসি শৈশব, ফেলে আসি কৈশোর,

October 2019

যৌবন এসে দাঁড়ায় চোখের পাতায়।
খোঁপায় গুজে অলকনন্দা,কোমরে মিসিসিপি জল,
স্তনে উপচে পড়া পূর্ণিমা নিয়ে,
যে নারীর করেছিলো মিলন সন্ধ্যা কুপির আলোয়, তাকে মনে পড়ে।
মনে পড়ে কবিতার ছন্দে কতো ভেঙ্গেছি তাকে, গড়েছি তাকে।
হিরোশিমা ধ্বংস হয়, নাগাসাকি ধ্বংস হয়।
মিলনে ভুলের বাসর শেষে পলাতক সাপ,
হেঁটে যায় এ শহর থেকে সে শহর, পালিয়ে বেড়ায় এক যোনি থেকে অপর যোনি।
কাউকে ভালোবাসতে পারে না, শুতে পারে না তবু কোন রমণী সহিত।

রাষ্ট্র

অ্যালেন সাইফুল

মহামান্য রাষ্ট্র,
মাউথপিস হাতে আপনি যখন দাবি করেন,
গোটা দিন এবং রাত জুড়ে- প্রত্যেকটা শহর নিরাপদে ঘুরে বেড়ায় ;
পুলিশের চোখ থেকে সন্ত্রাসের চোখ পর্যন্ত !
ঠিক তখন,
আমার পকেটের টাকায়-
আকাশী রংয়ের শার্ট পড়া একটা প্রাণি ;
(দেখতে হুবহু মানুষের মতন)
ফার্মেসী থেকে কনডম কিনে সোজা চলে যায় বেশ্যালয়ে।
রাষ্ট্র,
(মহামান্য বলে সম্বোধন করতে পারছি না বলে দুঃখিত)
মাউথপিস রেখে একটু ভাবুন,
আমার পকেটের টাকায়
কী কোরে আকাশী রংয়ের শার্ট পড়া একটা প্রাণি
কনডম কিনে বেশ্যালয়ের পথ ধরে!?

#

ঘর ছেড়ে পা বাড়ালেই একটা পেয়ারা গাছ ছিলো। সরু- লিকলিকে। প্রতিদিন সকাল হতেই আমি নিয়ম কোরে তার মাথায় উঠে বসতাম। ছুটে বেড়াতাম প্রত্যেকটা অলিগলি। তুলে নিতাম পছন্দসই পেয়ারাগুলো। গাছটা বাঁধা দিতনা। বরং পেয়ারাসমেত হাতগুলো বাড়িয়ে দিতো।
তখন প্রাইমারিতে পড়ি। পকেটওয়ালা হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে যাই। পকেটভর্তি পেয়ারা থাকে। বন্ধুরা দেখলেই ছুটে আসে। পকেট থেকে পেয়ারা হাতিয়ে নেবার উৎসব শুরু হলে- আমি প্যান্টটাকে শক্ত করে ধরে

রাখি।
গল্প বলা শুরু হয়। পেয়ারা খেতে খেতে প্রত্যেকের ভেতরটা বের হয়ে আসে। কত সহজ প্রত্যেকে !
সময়টা অন্যরকম। প্রত্যেকে উৎসব বুঝি। পেয়ারার স্বাদ বুঝি। কিন্তু পেয়ারা গাছটার গুরুত্ব বুঝিনা।
গাছটার যত্ন নেয়া হয়না। শুকিয়ে কঙ্কালসার অবস্থা হয়ে যায়। আমি এর মধ্যে বড় হই। ঘর ছেড়ে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামি- গাছটাও ঘর ছেড়ে লড়াইয়ে নামে।
আমার আর পেয়ারা গাছটার মধ্যে মিল এতটুকুই; লড়াইয়ে নামার। আর অমিল? আমি বারবার এ ঘরে ফিরে আসি- পেয়ারা গাছটা ফিরে আসেনা। আসবেনা। মানুষের চেয়ে গাছের অভিমান প্রখর।

আহমেদ মওদুদ

বিশ্বের বালক-বালিকারা

রাতের শরীর থেকে আঁধারের খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে নিল বিশ্ববালক। দিনের জন্ম হলো। দিনের শরীর থেকে আলোর খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে নিল বিশ্ববালিকা। রাতের জন্ম হলো। এই যে দিবস ও রাত, এর বালক-বালিকারা আলো আর আঁধারের মোহনায় ডুবে গিয়ে ভেসে উঠল কিশোর-কিশোরীর বয়ঃসন্ধিসমেত। এরপর তারা আবার ডুবে গিয়ে ভেসে উঠল যুবক-যুবতীর অবয়বে। এবং তারা আবারও ডুবে গিয়ে ভেসে উঠল বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার মলিন মুখ নিয়ে। বৃদ্ধার আলোর কথা স্মরণে এলো, বৃদ্ধর আঁধারের। দ্রুত তারা একে অপরের খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে নিয়ে রাত আর দিনে পরিণত হলো পুনরায়। এভাবেই মূলত বেড়ে গিয়ে বয়স, পেকে ওঠে পৃথিবী। এবার তবে পৃথিবীর খোসা ছাড়িয়ে খাওয়ার পালা।

মদের মৌসুম

ধানের মৌসুম এলো, ধান এলো, ধন এলো না। এই ভাবনায় ভাবিত কৃষকসভায়, ধেনোমদ খেয়ে, ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে ধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন, উদ্বৃত্ত ধানের থেকে ধেনোমদ হবে। ধানের মৌসুম হবে মদের মৌসুম। হাটে হাটে ধান নয় ধেনোমদ বিকোবে কৃষক। ধানের মৌসুম হলো মদের মৌসুম যথারীতি। মদ আর মদিরায় ভরে গেল দেশ। বেশ, খেয়ে ধেনোমদ, কৃষাণ-কৃষাণী ধোন নেড়ে একে অন্যের, গড়াগড়ি খায় ধানে আর খড়ের গাদায়। গড়িয়ে গড়িয়ে তারা আগুন লাগিয়ে দেয় ধানে, গাদায় আর গদির গায়ে। গদি যদি মদিরায় ভরে যায়, আগুনের দোষ কী বা মাতাল হতে! ভাবে, ছাইয়ের ঢিবিতে বসে কালের কৃষক।

দুর্গম শরীর

নৈঋত শাহরিয়ার

দুর্গম শরীর ঘাস পেরিয়ে, যান চাইছে
জানের জন্ম দিতে,
মাংসদাণ্ডা উগড়ে দেবে রসদ, বসত বাড়ি -
পারবে এ'ভার নিতে?
দাগা দেইনি, স্নেহের ভাগাভাগি, রাগারাগি
করলে করতে পারো,
ব্যস্ত ভীষণ, সইছে'না তর, তাড়াতাড়ি-
ধরো নয়তো ছাড়ো।
নতুবা নতুন কাউকে খুঁজে নিতে হবে।

বখো

ক্রোধে অর্ধোন্মান্ধ তুমি,
অস্পৃশ্যা প্রণয়ী - বেশ্যায় ঘৃণা,
কাজের বুয়াটার দিকে তাকালেই তোমার ধর্ষিতা বোনের কথা মনে পড়ে।
(যে কিনা গ্লানি সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলো)
ছুঁতে পারোনি সাঙল ত্বক -
তুলতুলে মাংসাঞ্চল ভিত্তিক তিল আকর্ষণে - ধ্বস্ত তুমি তিলে তিলে
যোনি আখরোটে রাখোনি জিভ
তর্জনী ধনুক বাঁকা মেরুদণ্ড, স্লো-মোশন

হাঁটুভাঙা দ'এ চেপে ভ্রমণ হয়নি সেথায়।
নীল জলসার উত্তেজনায়, সজাগ শিশ্ন মর্দনে
সমূহ অপচয় -
শ্যাম্পু শুধু খুসকি দূরক নয় পিছিলও বটে,
কর্মঠ বা'হাতে
প্রজনন রসদ ক্ষয়ে পড়ে ঘন অন্ধকারে
বসত পাছো না - মদন
ভাঙাচোরা মুখ অবয়বে তুমি এক স্পষ্ট ভোদাই।
ক্রোধে অর্ধোন্মান্ধ তুমি -
নৈরাশ ত্রাস করো
গণিকার বাড়তি মেদে মেলাও তাল
রাশি রাশি ঢেউয়ে, ধ্বনি হোক বিরাশি ধাক্কার
ধিক্কারে ধিক্কারে
থপথপ দীর্ঘমেয়াদি মজা দ্রুত এবং চমকপ্রদ।
সুস্বাদ না পেলে সাধু হবার সাধ নিয়ে বেঁচে থাকা সাড়।

ইলতুত মন্ডল

অন্ধকার ঠেস দিয়ে বসে থাকি ডেরায় ।
সস্তার বিড়ি টানি। একটার পর একটা খরচ করি। রাত ফুরায়...
যে বিড়ালটি রোজ আসে- প্রেমিকার মত উজ্জল চোখ নিয়ে। দুঃখের গভীর চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। আলোর সরলতায় চোখে চোখ রাখে।
তারপর-
চলে যায়।
চলে যাওয়া তার যাওয়া নয় যেনো,
সে ফিরে আসে। ঘুমে জাগরণে ফিরে আসে।
কুরে কুরে খায়। পোড়ায়। ডোবায় প্লাবনে।
অন্ধকার ঠেস দিয়ে বসে থাকি ডেরায়।
খেরোখাতা
১৭-০৬-২০১৯ ডেরা ।

তাতে কি আসে যায় ? - সুলেখা।
এইতো জীবন- কেটেইতো গেলো।
তোমাকে পাইনি। কেঁদেও ভাসাইনি। হেঁসে ই উড়িয়ে দিয়েছি।
ও পাড়ার গিরিঙ্গিবাজ পোলাডা মিছিল-টিছিল করত- হুট করেই গুম হয়ে গেলো-
সেও তোমাকে ভালোবাসতো।
হ্যাংলা-পাতলা সেই ছেলেটা পাড়ার অলিতে গলিতে ক্রিংক্রিং
শব্দ করে সাইকেলের বেল বাজিয়ে বেড়াতো- সেও তোমাকে ভালোবাসতো।

প্রথম বেঞ্চের ভালো ছাত্রটা-

মিনমিনে শয়তান আর ওই বখাটে ছেলেটা-মেয়েদের

কাছে পেলে স্তন ছুঁয়ে দিতো- ওরা ও তোমাকে ভালোবাসতো।

ওই যে স্বৈরতান্ত্রিক দলের পোলাডা-

মাইয়া মানুষের ব্যাবসা করতো- সেও তোমাকে ভালোবাসতো।

যার বোন বেশ্যাবৃত্তি করতো- মা ও করতো - সেও তোমাকে ভালোবাসতো।

যারা ভালোবেসেছিলো তারা কেউ তোমাকে পাইনি ।

আমিও পাইনি- কেঁদে ও ভাসাইনি- হেঁসে ই উড়িয়ে দিয়েছি।

তাতে কি আসে যায় ? - সুলেখা ।

খেরোখাতা ।

১৭-০৬-২০০১৯

ডেরা।

আমি কবি হে, কবি

মাহফুজুর রহমান লিংকন

আমি বালকত্ব উপভোগ করি
সুখী পাথর হৃদয় দিয়ে!
তুমি তারচেয়ে
বুক ধরে থাক।
আমি আজো
অন্ধকার থেকে শব্দ ছেঁকে
বিষণ্ণতার আলোতে বসে
কবিতা লিখি, কবিতা...

জীবন! আমার কাছে অনেকটা দুঃখ প্রকাশ করার সময় বোলতে পার। আমি দরিদ্র মানুষ আরও দুর্ভোগ দেখতে দেখতে প্রতিটি দিনই বেঁচে থাকি দৃঢ় সাহসী মানুষের ভঙ্গিতে। জীবনের পথ নিচে অথবা উপরে। আমি আজন্মই কবিতা লিখছি, কবিতা...

শহরটাতে ফিরে যেতে যেতে
ভাবছিলাম,
বিরক্তিকর প্রেমের শুক্রাণু
আশ্রয় নিয়েছিল
ঈশ্বরের ডিম্বাশয়ে!
একজন কবিও সেখানে যুক্ত?
দুঃখিত,
জন্মকবি নই
কবিতা যাপনে, কবিতা লিখব, কবিতা...

বরফ আতঙ্কের মতই দৈনিক আকাঙ্ক্ষা রক্তপাত ফুটপাতের জন্মদেয়।

আবেগের ট্রেন, প্রেমের ব্যাখা কখনোই জানত না! দুঃস্বপ্নের জন্য এইরকম কাঁদতে হয় অনেক বেশি।আমার অসম্মান ব্যর্থতা আমার পোশাক করা যাক,যেহেতু আমি লিখছি, লিখব, কবিতা...

সত্য

সময়টাই বন্ধ্যা, চাঁদ উঠবে না।
হৃদয়, বিভাজিত নিষিদ্ধ জমি।
কালো চাঁদের বিরুদ্ধে
মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ঘুরছে অগস্ত্য।
ফুল নিস্প্রান, শত বছরের পাথুরে ঘুম।
পৃথিবী, আনন্দদায়ক কুমারী।
বিনির্মাণের তত্ত্বকথা কাঁধে ছুটছে মৌ সন্তান।
কবি শাস্ত্রকে প্রমাণ করতে আমরা অপেক্ষায় থাকি...
চাঁদের চুম্বন শুরু হবে।
তিতির পাখি জেনে যাবে
সূর্যের দুর্বলতার মতই তার ধীরে চলা।
নয়টি সত্য, অন্ধ চোখে দেখে
জিব্রাইল- নারদ
পৃথিবীকে সমস্বরে বলবে “সমতা মধ্যে বৃত্তাকার হও, এখানেই মুক্তি

টেস্টিস-ময় জারজ স্পার্ম

কৌশিক মজুমদার শুভ

-এক্ষণে সময়(কুসময়) এলো, নিরাপদ নয় কনডোমও। বাছুন! অথবা জন্ম নিতে পারে বিপর্যস্ত জারজ শুকর(শুয়ার)।
গ্রাস করে নেয় তারা যখন সামগ্রিক বিদ্যা পীঠ ও আলয় আমি উচ্চকিত চিৎকার করে উঠি- যেন ক্ষুৎকারি; আমার কণ্ঠের ডিম যেন চেপে ধরে কোন প্রলম্বিত হাত- ঠিক যেন জারজ্ উৎগ্রাসে অস্থির, উদ্বেল ফোটনেরা চমকায় মস্তকে- উলঙ্গ বালব এসে থেমে যায়- কথা বলে হুংকারে গণরুম ফ্যাসিলিটি, আমরা বলি ফ্যাসিবাদ।
-একি ছাত্রাবাস! নাকি ইন্টোরোগেসন রুম! নাকি ল্যাজখসে, তীব্র নাচে উলঙ্গ টিকটিক;
আমি থুৎকার করি; ষ্টীবন- আবার মুখ এসে ঠেসে ধরে প্রলম্বিত জারজ হাত, থিতু হয়ে যায় থুত্থু।
-একি হাত! নাকি পুরনো উল্লাস! যেন বুট জুতো চেপে বসেছিলো অসাম্প্রদায়িক রক্তওঠা ওঠে; যেন পুরনো হানাদার।
পুনর্বার নখ এসে খাবলে ধরে মগজ, জেল-জেল জেল্লায় হাসে উগ্র জারজ, দেশময় হায়হায় ভেসে যায় অনুচ্চারিত কণ্ঠের গলগল স্রোত। ভাসানের দিনের মতো ঠেস দিয়ে চিলেকোঠায়- আমি একমাত্র পানার মতো তবু গাছ ধরে বসে চিৎকার করি-
একদল কাফনের উৎসব করে- কেননা জন্মের মতো মৃত্যুর থাকে না হরতাল- নবিশেষ থাকে না ঘোরতর গাঢ়তম ফ্যাসিবাদে, উৎকট উল্লাস আসে- ফেটে পড়ে বুকে- ক্যানো এই আগ্রাসী জারজ আসে বারবার! যদি জানে, এইখানে-লাগামহীন কণ্ঠের দাবীতে থেমে গ্যাছে মিলন অথবা সালাম-বরকতের শ্রাব্যতর ধ্বনি ও প্রতিবাদ।
তবু এইসব জারজের উল্লাসে ফেটে পড়ে না- কিছু জারজতর মূকমূখো

গুমরানো কবি-

একজন বলেছিলো, “এমন কবিতা ক্যানো ল্যাখো, যে থরথর করে কাঁপে ও মরতে ভয় পায়!চ

আমি কেবল শুনি, প্রহসনিক পৃথিবীতে শেষবারে যেমন হিটলারও নিতে চায় টেস্টিসের শোধবোধ- থিতু, চাপা পড়া কর্ডে আমি তুলে ধরি সিংহের অভ্রভেদী হুংকার- যেন সিঞ্চিত কতো কবিতা উগরে ধরে মগজ- বমির মতো হরহর করে উগলে আসে কবিতা ও চিৎকার।

তারা বাছে, যাচাই করে- কি দিয়ে মারলে শেষমেষ নিরবে বইবে স্রোতহীন-ফিনফিন নদীর মতো বিদ্যাপীঠ- কি দিয়ে আঘাত করলে পুনর্বার স্তব্ধ হয়ে যায় ভোকাল কর্ড।

ভোজবাজির উৎসবে হাতে খুঁজে পায়- বহুমাত্রিক হাতুড়ি, মতান্তরে ব্লেড- ছুরি-রাইফেল-রিভলভর-পিস্টল অথবা দেশীয় অস্ত্র- পক্ষান্তরে যা দিয়ে করে চাঁদাবাজি- আমি জানি উল্লাসে-উৎকটে-উদ্বেল-উদ্বাহু হাতুড়ে-কুচকুচ কুচাঁনো কসাইয়ের ধারালো অস্ত্র ও বিফোরক নিয়ে হামলে পড়ে ত্রাসে- উতরে যায় ক্ষমতার বুলডোজারে- রক্ত ঝরে নাকে মুখে, চাপাতি শলাকায় - লোরকার মতো যেন বুলেটের সামনে ঝাঁঝরা তন্ডূল করে দিয়ে যায় বুক - আক্রান্তের রক্তে যখন হোলী হয়ে ফুটে পড়ে নীল আকাশ, লাল খুনে নেয়ে নেবে রাষ্ট্র-তবু দিনশেষে তারা জড়িয়ে নেয় প্রগতিশীলতার চাঁদরে- শেষকৃত্যে ছুটে যায়- কাঁধ ধরে- চাপা দেয়ু বিপন্ন বিপ্লব- প্রগতিশীল ফেটাস হিঁচড়ে পড়েছিল অনিরাপদ সঙ্গমে-সিফিলিস যেন, নেড়ী কুকুরের মতন ঠ্যাং উঁচু করে, চেপে ধরে জন্ম দেয়- আদতে ‘মানবতার মায়েরথ জারজ অথবা কনডম ফুঁড়ে বের হয় পৃথিবীর তরে উৎত্রাসী ভ্রূণ।

নাহ! চলুক এইসব উত্তপ্ত উৎখাত- যেন আমরাও জানি- শিখি ইতিহাস, বিপন্নের অস্ত্রে বাইবেলিয়ানরাও ক্যামন আগলে ধরে যন্ত্র- ম্যাগাজিন অথবা শব্দ। যেমন সাদাসাদা, সাদাময় হয়ে গিয়েছিলো যেইসব ছাত্রাবাস, কুশিক্ষা-অশান্তিতে প্রগতি, দুর্নীতি-কালোয় কালো আজ লেবাস।

কালো-সাদা নিপাত যাক, আমরা বলি নিরন্তর সাবলীল- সবুজ হয়ে উঠুক

এইসব বিদ্যাপীঠ- তবু কালোর উত্তীর্ণ হাত যখন চেপে ধরে সাবলীল সুরময় নীলকণ্ঠ- সাফোগেসন হয়- আমার গলা থেকে বের হয়ে আসে লাললাল খুনময় লালা- আমি উত্ত্যক্ত হয়ে ছুটি বিধ্বংসী বিপ্লবের পথে- তুলি লাল ঝান্ডা- শেষবার কলিজায় গেয়ে উঠি- এইসব অনাচারের ক্লিষ্টদেবী নিপাত যাক- তুলে দাও পর্যাপ্ত কনট্রাসেপটিভ- বলি- পুনর্বার আমাকে চেপে ধরো, কণ্ঠরোধ করো- শুষে নাও খুন সব, টেনে ধরে ফুসফুস, বাতাস যতটা বাকি- হাতুড়িতে হড়কায় লিকলিকে খুনপায় হরদম জোঁক, বুকচিঁড়ে যতোখানি হামা দিয়ে চলে আসে;
বলি- তবু "বিপ্লব চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ
ইবনে শামস

১.
- আপনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে কিভাবে দেখেন?
- প্রেমিকা কর্তৃক বিতাড়িত সেই প্রেমিক; যে প্রেমিকার সুন্দর মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে উল্লাস করতে।
২.
তুমি শুনছো?
হাঁটতে হাঁটতে একটা উপত্যকায় পা রাখি অবশেষে;
যেখানে চোপ চোপ রক্ত আঁকড়ে ধরে আছে মাটি।
আমি দেখেছি সেখানে, ম্রিয়মাণ বিশ্বস্ত আলো থেকে খসে পড়া ভয়।
লাল লাল গোলাবগুচ্ছ চুপসে গেছে খুনের গভীরে। প্রতিটি পদক্ষেপে আমি অনুভব করছিলাম, চোখে দ্যাখা সরষে ফুল কখনো হলুদ হয়না, রক্তের মতো লাল হয় আর তোমার স্পর্শের চেয়ে বহুগুন তড়িৎ অন্য কোথাও সুপ্ত থাকে।
কোথায় তুমি কি জানো?
আমি আজ জেনেছি, রক্তস্নাত স্বদেশ যে কম্পন ধরায় তা ভুকম্পনে রূপ নিলে মহাকাশে পৃথিবী কর্পোর হয়ে উড়বে গুলিবিদ্ধ শালিকের ঝরা পালকের মতো। ইতিহাসের শেষ প্রান্তে জাতির পিতার আলোময় বিষণ্ণ বিষাদে ডুবে যাচ্ছে দেশ।
৩.
গত রাত্তিরে খুব ঝড় বয়েছিলো যখন আমি এসেছিলাম।
তুমি ঘুমুচ্ছিলে। চারপাশে ছেড়া কম্বল আর বৃষ্টির ছাট ছিলো বুকে।

দরোজার ওপাশে মাটি আকড়ে ধরে কে যেন চিৎকার দিয়ে কান্দে।
ভিজে চুপসে যাওয়া কালো কোট, ধারালো চোখে মোটা ফ্রেমে বাঁধানো চশমা।
আরেকটা মানুষ ছিলো, যারে চিনতে বড়ো কষ্ট হচ্ছিলো,
তবে তারা কেউ এ যুগের না। কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা এ যুগের সব নষ্টামো ছিঁড়েকুটে খাবে।
শুনা যায় মেঘের গর্জন বেধে আসা কথোপকথন,
- এ দেশটারে দেখে মনে হয়, আমার দেখা অসম্ভব সুন্দর একটি দুঃস্বপ্নের নাম "বাংলাদেশ" ।
- স্বাধীনতার চার যুগ পরে এসেও কি মনে হয় জানেন? "ন'বছরের কন্যা ধর্ষিত হয়ে গুঙাচ্ছে" ।
আমি বলে উঠি, হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক।
বাংলাদেশ একটি দীর্ঘশ্বাসের নাম।
বাংলাদেশ মরা মাইনষের রক্তের নাম।
৪.
তোমার স্থিরচিত্রে ফিকে হয়ে যায় আমার চোখের গতিপথ, কদম আটকা পড়ে তোমার বারান্দায়। লাইট অফ করার পর জেগে উঠে পাপবোধ? উহু, লাইট অন করার পর কালেমা জপি ঈশ্বরের কীর্তন।
হ্যাঁ, দ্যাখতে দ্যাখতে চোখের কান্না গিলে খাচ্ছে অনুভুতি নামক হ্যমলক।
জলপাই রঙের গাড়ি ভাঙে জাতির পিতার অভিশাপে।
৫.
রাষ্ট্র!
বাইনচুদের রাষ্ট্র!
শালার রাষ্ট্র!
তুমি এখন সঙ্গম পরবর্তী নেতিয়া পড়া শিশ্ন কিম্বা
বিধবার বার্ধক্য ছোঁয়া ম্যানহোলো অন্য কারো বিষ!
কল্পনার হস্তমৈতুন! হ্যালোসিনেশন! ভণ্ডামি! নষ্টামি!

এসবের সমার্থক শব্দের তালিকাভুক্ত হে রাষ্ট্র!
অলৌকিক বিভৎস উল্লাস আর রাস্তার মোড়ে খদ্দরের আশায়
দাঁড়িয়ে থাকা বিবসনা বেশ্যার এক কথায় প্রকাশ তুমি হে দেশ!
বিকৃত মস্তিষ্ক! ঈশ্বরের উপযাজকের ভুরিভোজন আর অবিশুদ্ধতায় পুড়ে যাওয়া ক্লিভেজের নাম রাষ্ট্র!
আনন্দময় কবিতার অক্ষরে অক্ষরে লেপ্টে থাকা বীর্যের নাম রাষ্ট্র!
অপারেশন থিয়েটারের ময়লার ঝুড়িতে পড়ে থাকা অনুভূতিপ্রবণ আবর্জনা বোঝাই সমগ্র উদরের নাম দেশ!
তবু সূর্য উঠে!
সূর্য ডুবে!
নদীর পাড়ে বসে উপভোগ করি
অলৌকিক পবিত্র হাসি ঈশ্বরের,
দৈবিক চিৎকার মানুষের,
সিলিং ফ্যানে ঝুলে থাকা লাশ,
শার্টের গায়ে সুগন্ধি মেখে
হাতে ফুল নিয়ে ভেসে যাওয়া,
মাঝনদীতে ডুবে যাওয়া,
জ্বলজ্যান্ত লাশ!
উপভোগ করি,
নেতার ঘরে যৌবনের ধোঁয়া কিম্বা
পঁচিশ বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখা পশুদের দরাজ কণ্ঠ আর চোখ রাঙানি!
কিম্বা একটা ভয়াল রাত্তির গলা টিপে ধরে আমার!
নতুবা বিবর্ণ বিস্ময়ে দেখা দ্যাশ যার দশ আঙুলে
নাঁচে দশ শয়তানের বিদগুটে আত্মা!
সুধি সমাজ!
ও আমার বালের সুধি সমাজ!
বুঝোন ঠেলার নাম এখন হারিক্যন!

৬.

সবুজ মাঠের এককোণায় বসে ভালবাসার ডেটিং সংক্রান্ত শেষকৃত্য করছে দুজন মানব-মানবী;

তাহারা দেখিলো দূরে এক রমনীর গায়ে চাপাতি চালাচ্ছে কোন এক বেজন্মা যেনো গবাদিপশুর হাড্ডি

কিন্তু তারা উঠে এসে প্রতিবাদ করিতে পারিলোনা- যদি তাহাদের চুম্বনলীলার মজা নষ্ট হয়ে যায়?

সেই কুলাঙ্গারের তাণ্ডব দ্যাখতে দ্যাখতে কোন এক জীম সেন্টারের নায়ক হয়ে যায় বাতাস কিম্বা

ছায়াছবি পাগল কতেক ছায়ামানব ফিল্ম বানাবার তাগিদে ভিডিওগ্রাফির প্রাকটিস সেরে নেয়।

কুচকে যাওয়া খাদিজার রক্ত-বিন্দুর আন্দোলন এসে তাহাদের শুভ্র শার্টের পাড় নষ্ট হয়েছে বলে

নাক সিটকিয়ে পালিয়ে যায় সুইমিং পুলের ঠান্ডা জলে চোখ ভেজাতে কিম্বা দিলের পরিশুদ্ধি প্রকল্পে।

অবশেষে জেগে উঠে খুনরাঙা দেহাবরণ ছিঁড়ে খাদিজার আত্মা কিম্বা একটি বাংলাদেশ; হাসতে

হাসতে দেখে ফেলে রাষ্ট্রের আকাশসীমার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা আজরাইলের চক্ষু কিম্বা পুরোটা মুখ।

আসুন, আসুন, আসুন হে মৃত্যুদূত- বলে চিক্কুর দেয় খাদিজা- আমরা কখনো শুনিনি সে চিৎকার শুনেছিলো

কি ঈশ্বর কিম্বা তাহার ফেরেশতাগন? জমদূত আসেনা দেখে উড়ে যায় একটি বাংলাদেশ আর কলার ধরে টেনে

নামায় আর দ্যাখায়, এখানে তোমার আর আসতে হবেনা। এ দেশে সময়ের আগেই তোমার কাজ সাবাড় করে

দেয় রাজনৈতিক নেতার চ্যালারা কিম্বা কোন সুপুরেষের শিশ্ন ঢলে পড়ে সন্ধ্যার আকাশে সূর্য ঢলার মতোন।

চাঁদসমেত আর চাঁদহীন আকাশের নীচে এখানে রাস্তার পাগল বাচ্চা মেয়ের শিৎকারে কেঁপে উঠে ঈশ্বর! এখানে
কলেজ পড়ুয়া রমনীর অশ্রু মাটিতে পড়ার আগে মিশে যায় কামুক পুরুষের বীর্যে - এটা লাল সবুজের বাংলাদেশ!
মহিলারা ক্যামনে থাকবে শিয়াল কুকুরের আস্তানায় যেখানে আসতে তোমার কলজে পানি হয়ে যায়? এখানের
রাষ্ট্রনীতির সমগ্র খাতায় আঁকিবুকি করে ক্ষমতাধর চিল আর স্থায়ী হয় তাহাদের পক্ষের রায় আদালতের দালালগুলার মুখে।
এখানে ফের আদিত্য আসে, রোদ নামে পুরুষের নাভির নীচে আর পুড়ে যায় পবিত্র গোলাব।
এখানে তুমি আসার আগেই তোমার কাজ সাবাড় করে দেয় রাষ্ট্র কিভাবে? আমি বড়ো অবাক হই!

৭.

আমি একটা বাইঞ্চুদ সরকারের অধীনে এক কুত্তার বাচ্চার দেশে বসবাস করি- যেখানে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে পার্টি অফিসে গুলি চালিয়ে রক্তাক্ত করে সাহসী বুক। যেখানে কন্যাদের তুলে নিয়ে গিয়ে লীলা করে লীগ।
আমি বলতে গেলেই বাইঞ্চুদের দল সুশীল চুদাতে আসে। আমি মুখ খুল্লেই তারা বলে রাজাকার।
আমি এক হারামী সরকারের অধীনে এক হারামখোরের দেশে বাস করি- যেখানে বিশ লক্ষ টাকায় লাশ কিনে নিয়ে পরদিন বিকেল না হতেই আরো কয়েকটা লাশ ফেলে দেয় পিঁয়াজের মতো।
আমি বলতে গেলেই আপনার জিহ্বা চুইয়ে পড়ে প্রগতিশীলতার বয়ান, যে জিব বেশ্য
জোশ
আমি বলতে গেলেই আপনার জিহ্বা চুইয়ে পড়ে প্রগতিশীলতার বয়ান, যে জিব বেশ্যার নিতম্ব ছুয়েছে গতোরাত সে জিহ্বায় আওড়াইতে থাকেন সংবিধানের ধারা।

আমি এক কুত্তার রাজত্বে বাস করি; আমি বাস করি এই বঙ্গে; তোমাদের বঙ্গে, আওয়ামীলীগের বঙ্গে, হাসিনার বাপের দেয়া বঙ্গে, হাসিনার বঙ্গে।

আমি বলতে গেলেই চোখ উপড়িয়ে নেয়া হয়।

আমি মাথা উঁচু করে আঙুল তুলতেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আমার ঘর থেকে যুবতী বোন, বৃদ্ধা মা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয় বৃদ্ধ বাপকে।

আমি হারিয়ে ফেলতেছি পেন্সিল চুইয়ে পড়া রক্তে আমার অস্তিত্ব, আমার জন্ম, আমার চোখ, আমার বোনের উড়না।

আমি হারিয়ে ফেলতেছি রাজপথে শুয়ে থাকা লাশের সাথে সাথে প্রজন্ম, আমার ভবিষ্যৎ, আমার কণ্ঠস্বর, আমার পা, আমার হাত, আমার ভাই এর বুক পকেট।

কোথায় গুজিয়ে দিবো গোলাপ?

সন্ত্রাসের হাত ধরে উঠে এসেছে শয়তান

কোথায় গুজিয়ে দিবো স্বপ্নের গান?

খুনীর পায়ে জমছে রক্তাক্ত শার্টের চিৎকার।

বোনের কলব থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে সৌন্দর্যের বোধ।

তবে আমি চিৎকার করে গেয়ে যাই

এই রাজপথ, এই জনপদ এবং এই তল্লাটে প্রচার করে যাচ্ছি

'এই সরকার, এই রাষ্ট্র, এই হত্যা, এই ধর্ষণ-

আমি তোমায় ঘৃণা করি

হে বাংলাদেশ, আমি, আমি তোমায় ভালোবাসি বলে তারে আমাকে ক্ষমা করেনি।

এদেশে কখনো সূর্যোদয় হয়না; অন্ধকার দেশে আলোর বাণিজ্য চলে আলোর দেশে না। এক এক করে নক্ষত্র ঝরে পড়বে আর আমরা মিথ্যের সাথে মোয়ানাকা করতে পারার আনন্দে শিউরে উঠি প্রতিটি নষ্টভোরের আহবানে যিল্লতের গাওন মুড়িয়ে। রঙ চার কাপে চুমুক দিয়ে পত্রিকার মিথ্যে শিরোনাম পড়তে পড়তে চোখে কালো রক্ত নামে অবলীলায়।

৮.

চুপ করে থাক।

বুক খুলে দে; মুখ খুলবিনা এইখানে।

শিৎকার গ্রাহ্য কিন্তু খবরদার

চিৎকার করবিনা। খুলে নিবো নাভিমূল থেকে

জন্মের ভূত।

আহা উহু

এইবার সটান দাঁড়িয়ে রাজা

কোথা যেনো খনন করে স্বাধীনতার চেতনা ঢুকাইয়া দেয়।

'ইউ সান অফ বিচ'

ঐ চুপ কর শালী

শিৎকার কর, চিৎকার করবিনা।

৯.

'জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ' ঝুলিয়ে রাখা বেশ্যালয়টির নামই গণতন্ত্র।

বাবাকে

সাজিদুর রহমান

বাবাকে বলেছিলাম তিনি যেন আমাকে নিয়ে আকাশজয়ী স্বপ্ন না দেখেন,আর তিনিও ভুল করে আমার জন্য প্রার্থনা করে বসলেন এক পরমায়ু!
অথচ আমি প্রার্থনা করেছি আমার প্রাপ্যটুকু(যদিও কোনো প্রাপ্তি নেই) ঐ সন্তানের ভাগ্যে পৌঁছে যাকু যার বাবার কোনো সচল অঙ্গ নেই!
আমি তাই বাবাকে বলেছি;তিনি যেন আমাকে ত্যাজ্য করেন!
আর আমার জানা মতে তিনি জানেন আমি শোক করতে জানিনা!

পরস্ত্রী

নিভৃতে পা এলিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে
আমার মিসক্রিয়ান্ট নিখিল জীবন
তোমার আকাল গ্রীবাতে মিশে গেছে,
পরস্ত্রী,
একটি জীবন ফেরত চাওয়া অপরাধ নয় দুঃখ,
একটি ভুল লগ্ন ফেরত চাওয়া বাহুল্য নয় অপার্থিব ক্রন্দন!
আমার দৃষ্কর্মের জীবন তোমার মাত্রাবৃত্ত মহাকাব্যে হারিয়ে গেছে,
একটি পাপাত্মা ফেরত চাওয়া অন্যায় নয় অভিশাপ!
একটি অভিশাপ ফেরত চাওয়া কষ্টের নয় স্বস্তির!

পাখিদের বর্ণমালা
হিমেল হাসান বৈরাগী

সংক্ষেপে বলি, যদিও আজকাল বলার জোর কমে গেছে। গলার জোর তো কখনোই ছিলো না। শুধু মনে হয় আমি বোধয় অলস খড়গোসের ন্যায় পরিণতিহীন জীবনের শেষ দিনগুলি বয়ে বেড়াচ্ছি খামোখা । সত্য যে, বহুদিন বাদে লিখতে বসে আবিষ্কার করলাম আঙুলের অন্ধত্ব। পুরোটা শীতকাল শুকনো কাঠ আর ঝরে পড়া পাতার বদলে লিখতে না পারার যন্ত্রণাগুলো জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে দূর করেছি একাকীত্ব আর ভূতের ভয়।

*

অপচয় জেনেও সারা গা'য়ে বিষন্নতার বিষ মেখে, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যে কবি অপেক্ষা করতো নিজের জন্য আর জরিপ করতো নানারকম জখমের, স্বপ্নে আজ তাঁর দেখা পেয়েছি পানশালায়। কে যে কাকে জ্বালায় উপেক্ষার আগুনে! আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষের মধ্যে কারা কারা আকাশের তারা গুনে গুনে, কোথায়-কীভাবে হারাবে এই বসন্তে? একা একটা টেবিলে বসে তিনি লিখে চলেছে প্রত্যেকের নাম।

*

চতুর ছদ্মবেশে আমি তার কাছে ঘেষে দেখতে লাগলাম, আমার নামটি লিখা আছে কীনা। কিন্তু হায় আমি তো পাখিদের বর্ণমালা জানিনা। তাই, পুরোনো ঠিকানায় ফেরার জন্য ধুলোমাখা, ব্যর্থ ও ক্লান্ত পা জোড়া বাড়ালাম। আর অমনি একেকটা দীর্ঘশ্বাস চতুর্দিক থেকে চমৎকার ভঙ্গিমায় সাপের মতো ফণা তুলে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলেছে আমাকে।

*

আমার চোখের জল, তুমি তো জানো আমি কোন পাপ করিনি। মৃত্যু ভয়ে না, ছোবলের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার আশায় না, স্বপ্নে দেখা সেই কবি

ও লিপিকারের কাছে পাখিদের বর্ণমালা আত্মস্থ করার লোভে আমি আমার শেষ অশ্রুবিন্দুটুকু রাখলাম সাপেদের সামনে। 'বোকা ছেলে, জোরে জোরে ঈশ্বরের নাম নে', কোত্থেকে যেনো মা এসে এইকথা বলে গেলো। সময় ফুরিয়ে এলো প্রায়। উৎকণ্ঠায় বারবার থুতু গিলতে গিলতে নিজের জিহ্বাটাও চিবিয়ে খেয়েছি আজ।

*

বাঁচাও! বাঁচাও! ...

কিন্তু কেউ এলোনা। ঈশ্বরের অসুখ, সেও এলো না।। বেশ তো, সকলেই যে যার আগুন নেভাতে ব্যস্ত। অবশেষে আমাকে যে বাঁচাতে এসেছে, প্রতিধ্বনিত হয়ে যে আমাকে বাঁচাতে এলো সে তো আমার-ই কণ্ঠ থেকে নির্গত চিৎকার, এ তো আমার ই আর্তনাদ যা আমি ছুড়ে দিয়েছি শূণ্যে এইমাত্রঃ

"বাঁচাও! কে কোথায় আছো? আমাকে বাঁচাও!"

(মিথ্যে)

এ কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই যে,
ছাপ্পান্নজন নারীর স্তনে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম -
"শেখ মুজিব কী চাইতেন। গণতন্ত্র না সমাজতন্ত্র?"
ওরা প্রতিউত্তর করেছিলো-
"ধ্যাৎ! তুমি মোটেও রোমান্টিক নও।"

(সত্য)

অন্তর্বাসহীন দেবদারু গাছের নিচে রোজ রবিবার
জুম্মা বাড়ির ইমাম সাহেব বাবাকে দেখতে পেলেই বলেন ,

"মফিজ মিয়া তোমার ছেলেকে তো মসজিদে দেখিনা একদিনো
কিন্তু টানবাজারে প্রতিদিনই দেখি " ।
বাবা বলেন " আপনার মতো মিথ্যেবাদীর পেছনে সেজদা দেয়ার চেয়ে টানবাবাজার ই ভালো ।
কই আমি তো কোনদিন আমার ছেলেকে দেখিনি " ।

(সত্য মিথ্যে)

কাগজে খবর বেরুলো "থানচির তিন্দু ও রেমাক্রি ইউনিয়নে খাদ্যাভাব "
বিএনপি বলছে এর জন্য "আওয়ামীলীগ সরকার" দায়ী , সরকার বলছে "জামাত শিবির" ।
কমিউনিস্টরা বলছে , " পুজিতন্ত্রের ভয়াল থাবায় আহত হচ্ছে থানচির জনগন "
সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বলছেন "এর জন্য এমেরিকা দায়ী" ।
এনজিও ,সুশীল সমাজ ত্রাণ সংগ্রহে ব্যাস্ত । মিডিয়া কাভারেজ চলছে দেদারসে ।
ত্রাণ কমিটি ৮০০ পরিবারের তালিকা লিপিবদ্ধ করেছে ।
যাক লুটপাট এবার খারাপ হবে না ।
আমি সমুদ্র গুপ্তের কবিতা পড়ছি -
"তোমার দুধের বাটিতে আমি বেড়ালের সাদা লোম মিশিয়ে দেবো
চোখে ফুঁক দেবো ,ঢুকিয়ে দেবো ভুরু,
পায়ের তালুতে গুল লাগিয়ে পিঁপড়া লেলিয়ে দেবো... ।। "

(মিথ্যে সত্য)

মাথা গুল গুল করছে , ভো ভো করছে
ভন ভন করছে চারপাশ

হাতের আঙ্গুল থেকে বেরিয়ে আসছে রাক্ষসগুলো- এরা কারা ? থানচির ক্ষুধার্ত লোকজন ?
আমাকে গ্রাস করছে , হাড় মাংশ ছিবলে খাচ্ছে
আবার ,
আমার ই ভেতর ঘুমিয়ে পড়ছে ।
আর ......
আ প না রা,
হ্যাঁ আপনারা
দ্বিধান্বিত গন্ডমূর্খ মাতাল- পোয়েট্রিও বুঝেন না পোভার্টিও বুঝেন না ।

গন্ডমূর্খ মাতাল

একটি কুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ফিরতি পথে কুকুরটি বললো- "যেদিক দিয়ে এসেছিস ওইদিক দিয়েই ঢুকিয়ে দেবো, শালা মাদারচোদ ভদ্রতা শিখিস নি? "
জুম্মাবার! দুপুরে খেতে বসেছি। মা, ভাতের থালায় প্রথমে করলা ভাজি পরে একে একে লালশাক, ছোটমাছ আর শিং মাছ তুলে দিলো। বাবা, খাবার মধ্যেই বলে উঠলেন - "হিমেল! ইউ আর মাই লস প্রজেক্ট।" মাখানো লঙ্কা থেকে হলুদ মরিচ পেঁয়াজ সব আলাদা হয়ে যাচ্ছে। শিং মাছটিকে মনে হচ্ছিলো মায়ের প্রথম প্রেমিক। বাবার সাবেক প্রেমিকাকে দেখে সন্তানেরা রোমাঞ্চিত বোধ করে কিন্তু বোন আর মায়ের প্রেমিককে কখনোই মেনে নিতে পারেনা। মিডিলক্লাস সেন্টিমেন্ট এমন ই।
গোটা ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা আপনারা সকলেই জানেন । অথচ, ফ্যামিলি মেনে না নিলেও সুবিমল-মুনিয়ার প্রেম আজ আট বছরে দাঁড়ালো। এই খবরটি একমাত্র আমিই জানি।
এদেশের লিটল ম্যাগওয়ালারা মাদারফাকার। এরা আমার কবিতা

ছাপায়। সুচিপত্রে লিখে "সাধারণ শিক্ষার্থী "। ইচ্ছে করে শার্টের কলার চেপে ধরে বলি "কবিতা কি গরুর পোঁদ দিয়ে বেরোয়? ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট সাধারণ শিক্ষার্থী'রা কবিতা লিখতে জানেনা।"
লেইট অটামে প্রেমিকারা মাতৃভাষায় কাঁদে আর বলে, " আমাদের সময়গুলো দুর্দান্ত ছিলো, আমি কখনোই তোমাকে ভুলতে পারবনা। কিন্তু আমাদের পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নেবে না"। আমিও প্রেয়সীর মুঠোবার্তা পেলাম। সে লিখেছে- "এভ্রিথিং ইজ ওভার, ডোন্ট টেল মি বাবুনি"। আজকাল বাংলা ভাষায় আমাদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। বিচ্ছেদের সময় আমরা ইংরেজী বাক্য ব্যবহার করি। বিদায়কে আধুনিকায়ন করতেই বোধহয় এমনটা ঘটছে।

হারাম

শাহরিয়ার শুভ

পর্করোল খেতে খেতে
একজন জুয়ারি যিনি লাম্পট্য অপছন্দ করেন,
তিনি বোললেন- ব্যভিচার হারাম
একজন লম্পট যার জুয়া খেলা অপছন্দ ছিলো,
তিনি উত্তর দিলেন- জুয়া হারাম
এসব শুনে একজন মদ্যপ, মদ খেতে খেতে বোললেন-
"হারামজাদারা জানেই না যে শুয়োর খাওয়া হারাম"

আরও কয়েকটা বছর

আরও কয়েকটা বছর
রাতের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে
যেনো একটা সুরঙ্গ
তার ভেতরে পৌছানোর জন্য
আমাকে আরও কয়েকটা কবর খুড়তে হবে
অথবা খুব ভোরে
জ্বর গায়ে ফিরে যেতে হবে
ফিরে যেতে হবে পেছনে
কয়েকটা বছর
যেখানে আলো নেই
যেখানে দিন নেই
যেখানে শুধু একটা নদীর

October 2019

অবিরাম বয়ে চলা আছে ওয়াইনের গ্লাসে
যেখানে শুধুই গিলে ফেলা আছে
ঢোকের মতো চাপ দিয়ে
হজম করা যায় যেকোনো পরিস্থিতি
অথবা যেখানে কোনোই "অথবা" রাখা যায়নি
যেখানে ঘুম মানে শুয়ে থাকা কেবল
যেখনে কোনো জ্যাম নেই
ফাঁকা রাস্তায় ক্লান্তিজনিত যেকোনোকিছুকে
ওভারটেক করা যায়
খুব সহজে বেঁচে থাকা যায় কঠিন জীবনে
পাশ কাটালেই জিতে যাওয়া যায় সবকটা রেস
কেবল সময়ের সঙ্গে বাজি ধরে
জিতে নেওয়া যায়না প্রেম
অথবা পবিত্র কিছু
জুয়ার আসরে অনেক নিয়েও
ফিরে আসতে হয় খালি হাতে
এবং আরও কয়েকটা বছর
রাতের ভেতর দিয়ে যেতে দিতে হয়।

একটি কিংবদন্তী দিন ১১
সোয়েব মাহমুদ

ক) কবি'র জন্য যে মেয়ে চোখে বাষ্প জমায়,তার বয়স বেড়ে যায়
খ) কতটা বছর তুমি জীবিত থাকলে মৃত্যুর আগে, সে হিসেব কষতে কষতে গণিতবিদ হয়ে অযথাই, ভুলে যেতেই পারো আসলে একটা মূহুর্তও তো তুমি বেঁচে ছিলেনা এবার যতটাই বা সময় জীবিত থাকো না কেনো তুমি, তোমার জীবনে।
গ) তারা ভাবে, তারা ভাবতে শেখে সাঁতার জানাটা জরুরী খুব, আমি ভাবি, আমি ভাবতে থাকি ভাবতে শিখি ডুবে যাওয়ার চেয়ে সহজ অথচ দুরারোগ্য ব্যাধি আছে কী আর? আসলে বুকে বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখতে বসা মানুষগুলো ভুলে যায়, বৃষ্টি যেখানেই পড়ুক না কেনো শেষমেশ ভেজে অচ্ছ্যুৎ এ বুকের ভেতর শুয়ে থাকা অযত্নের পোড়া হৃদয়টাই! আসলে শহরে চলছে বৃষ্টিবিঘ্নিত সম্প্রচার৷ আর সম্প্রচারিত বকবকানুষ্ঠানে পোঁদপাকা হেকমতিয়ারের সঙ্গে স্যাঁতস্যাঁতে তপস্যায় অতিবাহিত করে বিশ-বাইশ বছর, তথাগত প্রেম ভুলে যায় শরীরে নয় শরীরে নয় পাপ থাকে মনের ভেতর।
ঘ) ব্রেসিয়ারে বৃষ্টিমূখর দুপুর- সমকামী ঈশ্বর আর তার গোপন দেরাজের মাহফিল
আজ কানায় কানায় শুন্য মেধাবী জনপদের নকল মুচলেকায়।
ঙ) পৃথিবীর সকল বিপদজনক মহিলাদের ব্যভিচারী স্তনে
আমি একটা কিংবদন্তী বিষন্নতম দিন একে দিয়েছিলাম জমজ শহরের দগদগে পাপে।

কথা বলবো, শুনবেন?

আমি যাবো, এবার যাবোই রোদের ভীড়ে চোখের অনেকটা বাইরে - শুভা। গত মার্চে কলকাতার ফেলে দেয়া ছিলিমে টান দিয়ে স্বর্গ নরক আর স্যারিডনে পার্থক্য করতে না পারা কবি যখন বলে ফেলেছিলেন " সোয়েব মাহমুদ আপনি মরে যান।" তখন সেখানে বাইশটি রাগের ইমোটিকন দেখেছিলাম। রাগ কেনো ভাই? সেই আশির দশকে লেখা রফিক সাহেবের " সব শালা কবি হবে।" এই দশকেও সচল কেবল সিন্ডিকেট সিন্ড্রোমে।আসলে হয়েছে কি সকাল সকাল রুদ্র হানা দেয় করোটিতে, বিনয় বলে ফেলে "স্কাউন্ড্রেল সব ইতরামী ছাড়ছে না আর তোরা ব্যস্ত ব্লাউজের নিচে পরিধেয় সফেদ বোতাম খুলতে।" আসলে ইসলামী বিপ্লব চলছে কবিতায়, নীরব থাকো আর গল্পকারেরা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবে তাদের উঁচু কর্তার বেয়াক্কল বকেয়া ছেলেটা অনেক বড় কবি। আসলেই কি তাই? আসলেই কি তাই নয়? এতসব ভাবার সময় কই, মার্কেজ বলে রুইতনের টেক্কা সাহেব হেরে যায় হরতনের দুইটা দুইয়ে। আর আমি বলি- সধবার কোন রঙ নেই, নার্সিসিষ্ট রাষ্ট্রে।
অতএব ছাপ্পান্নোর কবিতা নতুন মোড়কে, প্রতিবাদকারী হউক চোর। আসলে রুই গার্সিয়া পারেখ যখন বলে উঠে - বাংলাদেশ আশ্চর্য এক গোলাপ ফুটবেই তখন আমি বলি পৃথিবীর দুপুরে দিয়ে যাবো অদ্ভুত রক্তলাল বিষাদ যোণীফুল।
" পারডন মি, ক্লোজ দ্য ডোর মশকুইটো কাম এক্রস দ্য মুন। ক্ল্যাম্প ক্ল্যাম্প ক্ল্যাম্প। "
আমার বন্ধু ফাল্গুনী, কলকাতার যতগুলো সড়কের নামে রায় পাওয়া যায় সেই রায় পরিবার, আভিজাত্য ঝড়ে পড়া একদার রায় পরিবারের শেষ মনুমেন্ট। অবশ্য তার দাদা তুষার রায় যদি ব্যান্ডমাস্টার কাব্যগ্রন্থ না

করতো তবে হাঙরি জেনারেশন তাকে কৃত্তিবাসের বিপরীতে কবি হিসেবে গ্রহণ করতো কি না সেই প্রশ্নের জবাবে আগষ্টের তীব্র গরমের রাতে ওভারকোট পরিহিত ফাল্গুণী আর আমি যখন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গেটের কোনায় সারথীর সাথে শরীর নিয়ে ব্যস্ত তখন, অথবা ঠিক যেদিন ফাল্গুনী কলকাতার রাস্তায় পড়ে মরে রইলো কলেজ স্ট্রীটের সুনীল কর্ণারে তখন; তখনই হয়ত লেখা হয়েছিলো তীব্র গগনবিহারী চীতকারে " এই শহরে আমি কোনও নারী দেখিনা সব বেশ্যামাগীদের ভীড় ।"
ফাল্গুণী মরে গ্যাছে বেয়াল্লিশ বছর হয়, আমি প্রতিরাতে ফাল্গুণীকে দেখি স্বপ্নে, রুদ্র মরে গ্যাছে ছাব্বিশ বছর হয় আমি প্রতিরাতে রুদ্রকে স্বপ্নে দেখি, আবুল হাসান মারা গ্যাছে তেতাল্লিশ বছর হয় আমি প্রতিরাতে আবুল হাসানকে স্বপ্নে দেখি, ওরা ডাকছে, ওরা বলছে চলে আয় শালা তিনজনে কি তাস খেলা যায়? আয় জলদি তাস খেলবো, ইন্টারন্যাশনাল ব্রিজ।

শহরে গুঞ্জন উঠবে -

আমাদের বাবাদের সাথে আমাদের কোথাও দেখা হয়নি,
কেবল বেশ্যা পাড়ার মোড়ে বাবাদের বেয়াদব ছেলে আমরা,
আমাদের বাবাদের দেখে সিগারেট লুকিয়ে ফেলার প্রয়োজন বোধ করিনা,
কে জানে কবেকার জীবনানন্দের রাতে আমরা হাতবদল
করেছিলাম উদোম কলমিশাকের মতন পাড়ার বেশ্যা?
আমাদের পাঁচিল বড় হয়,
নীল প্যান্ট সাদা শার্টে আমরা ইশকুলে যাই।
আমরা ইশকুলের জন্য বেরুতেই দেখা যেতো,
আমাদের মায়েরা বাবাদের অক্ষমতায় কাঁদে না আর।
আমাদের মায়েরা বাবারা বেড়িয়ে পড়লে পশ্চিমা ঘরের জানলা বন্ধ করে
কুলকুল ঘামে আমরা বিশগজ পেরুলেই এদিক ওদিক ইতিউতি তাকিয়ে

দরোজা বন্ধ করে দিতেন।

কানে বাজত ওস্তাদ রবীশংকর,

বিশ্বাস করো শুভা রবীশংকর তখনও শোনা হয়নি আমাদের,

আমাদের কানে ছিলো নিক্সনের ওয়াটার গেইট কেলেঙ্কারির খবর,

যেখানে লাস্যময়ী সংবাদ পাঠিকা হাসপাতালের অভ্যর্থনা কেন্দ্রে বসে বলছেন

রোগীকে বাঁচাতে ছাব্বিশ হাজার টাকা লাগবে।

ইশকুল যাওয়া হয়না,

চুপিসারে দেয়ালের ফুটায় চোখ রেখে আমার রক্তপাত হতো বুকের গহিনে,

দেখি ঘামে ভেজা চুলে আমাদের মায়েরা অনুভুতিহীন উঠে আসেন মাতুব্বরের নীচ থেকে,

গুনে নেন তোড়া টাকা,

এইভাবে ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে একদিন আমাদের বাবারা হাসপাতাল ঋণে আবদ্ধ করে,

ঝিমিয়ে পড়া সন্ধ্যায় ঝুলে পড়েন,

তারপর, তার একদিন পর আমরা দ্যাখতে পাই

আমাদের মায়েদের দেহ ঝুলছে বেশ্যাপাড়ার মোড়ের আমগাছটায়।

বড্ড বয়স হয়ে যাচ্ছে শুভা

বড্ড রুঢ় বাস্তবতা বড় করে তোলে ন'য়ে বাবার জুতো পড়ে ফেলা আমাকে।

তাই একদিন দুপুরবেলার ফিনফিনে রোদে আমি হেটে আসতে গিয়ে দেরী করে ফেলি,

তাই একদিন দুপুরবেলা ভেজা বাতাস ভেজা প্যারাফিন

জ্বলে যাওয়া আগুন কোন ছায়া ফেলেনা কোথাও

শুধু নৃত্যপ্রেমে কেউ পুড়ে যায় - রেখে যায়

October 2019

" বন্ধুরা আগামীকাল পত্রিকায় শিরোনাম হচ্ছে কী?

একদলা পোড়া মাংস আর পাঁচফুট সাড়ে আট আজন্ম শোকার্ত মনুমেন্ট ।

"

নীরবতা ভেঙে গর্ত থেকে
বেরিয়ে আসুক সশস্ত্র পিঁপড়ে

সাম্য রাইয়ান